এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-৬: স্থানীয় শাসন

প্রশ্ন ▶১ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে 'X' প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১১টি। 'X' স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল, স্বাস্থ্যক্লিনিক ও ঘরবাড়ি নির্মাণের অনুমতি দিয়ে থাকে। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ও জনগণের সক্রিয় ভূমিকায় 'X' প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সাধিত হয়।

[চা. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৬]

ক. পৌরসভার প্রধানকে কী বলা হয়? ১

খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে 'X' কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান? উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'X' প্রতিষ্ঠানকে অধিক কার্যকর করার ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরসভার প্রধানকে মেয়র বলা হয়।

খ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক জনগণের স্বশাসনকে বোঝায়।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয় না। এর প্রতিনিধিগণ এলাকার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এরা নিজ নিজ এলাকার জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকের 'X' হলো সিটি কর্পোরেশন নামক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর মধ্যে সিটি কর্পোরেশন অন্যতম। বিভিন্ন স্থানের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ নগরীর পৌরসভাকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়েছে। এটি মূলত একটি নগরভিত্তিক স্থানীয় সংস্থা। উদ্দীপকে এ প্রতিষ্ঠানটিরই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান 'X'-এর সংখ্যা হলো ১১। এ প্রতিষ্ঠানটি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যক্লিনিক ও ঘরবাড়ি নির্মাণের অনুমতি দিয়ে থাকে। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ও জনগণের সক্রিয় ভূমিকায় এ সংস্থার কার্যক্রম সাধিত হয়। সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ১১ টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। যথা: ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও গাজীপুর। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ অর্থাৎ মেয়র, কাউন্সিলর ও মহিলা কাউন্সিলররা সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি সম্পাদন করেন। এসব কাজে জনগণও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। মহানগরীর উন্নয়ন, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য সিটি কর্পোরেশন বহুবিধ কাজ করে থাকে। সন্ত্রাস দমন, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই রোধের জন্য এ প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মহানগরীর জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে সিটি কর্পোরেশন বহুমুখী দায়িত্ব পালন করে। যেমন— হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ ও নির্মাণের অনুমতি প্রদান, শৌচাগার নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ইত্যাদি। এছাড়াও সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে— রাস্তাঘাট নির্মাণ, অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ, বিশ্রামাগার নির্মাণ, মোটরগাড়ি ও ট্রাক ছাড়া অন্য সকল প্রকার যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান ও চলাচল ইত্যাদি। এ সংস্থাটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, নগর পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, সাহায্য ও পুনর্বাসনেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এছাড়াও জনকল্যাণ এবং মহানগরের উন্নয়নে সংস্থাটি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

ঘ 'X' প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশনকে অধিক কার্যকর করার ক্ষেত্রে জনগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

সিটি কর্পোরেশন মহানগরের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। এর মেয়র ও কাউন্সিলরদের জনগণ সরাসরি নির্বাচন করতে পারে। এর ফলে সিটি কর্পোরেশনে জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারাও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিটি কর্পোরেশনের সীমিত জনবলের পক্ষে মহানগরের মতো বিশাল এলাকার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে জনগণ নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ও আবর্জনা ফেলে ও নিজ দায়িত্বে নিজেদের বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার রাখার মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনকে সহযোগিতা করে। মহানগরের জনগণের বিশুদ্ধ পানির চাহিদা পূরণের জন্য সিটি কর্পোরেশন গভীর ও অগভীর নলকূপ খনন করে। জনগণ পানির অপচয় রোধ করে সকলের জন্য পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে। জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন কার্যক্রম চালু করে। এসব কাজে এলাকার জনগণ সম্পৃক্ত হয়ে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে কর্পোরেশনকে সহযোগিতা করে। ভূমি অধিগ্রহণ, বাড়িঘর স্থানান্তর ইত্যাদি কাজেও জনগণ কর্পোরেশনকে সাহায্য করে। এছাড়া নিয়ম অনুযায়ী ঘরবাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে জনগণ সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদন সংগ্রহ করে। রাস্তাঘাটে নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার ব্যাপারেও এ প্রতিষ্ঠানটিকে জনগণ সহযোগিতা করে।

পরিশেষে বলা যায়, মহানগরের উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সিটি কর্পোরেশন যেসব কাজ করে তা মূলত জনগণের স্বার্থেই পরিচালিত হয়। এ কারণে জনগণও এসব কাজে সহযোগিতা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶২ বিধান সরকার একটি সংস্থার নির্বাচিত প্রধান। তার সংস্থায় তিনিসহ মোট ১৩ (তেরো) জন নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন। তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সেক্রেটারি কর্মরত আছেন।

[রা. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৭]

ক. স্থানীয় শাসন কী? ১

খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের বিধান সরকার কোন ধরনের সংস্থার প্রধান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থা গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থানীয় শাসন হচ্ছে অঞ্চলভিত্তিক শাসনব্যবস্থা, যেটি গঠিত হয় স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে।

খ সৃজনশীল ১নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের বিধান সরকার গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান।

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট। প্রাথমিক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে এটিই স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ভিত্তিরূপে গড়ে ওঠে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪,৫৫৪টি ইউনিয়ন

Teachingbd24.com

পরিষদ আছে। ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন পুরুষ সদস্য, তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন করে মহিলা সদস্য এবং সমগ্র ইউনিয়ন থেকে একজন চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে। পরিষদের সার্বক্ষণিক দাপ্তরিক কাজ করেন সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও বেতনভুক্ত একজন সেক্রেটারি। উদ্দীপকের বিধান সরকার একটি সংস্থার নির্বাচিত প্রধান। তার সংস্থায় তিনিসহ মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন। তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য সরকারও কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সেক্রেটারি কর্মরত আছেন। বিধান সরকারের এ সংস্থাটির সাথে ইউনিয়ন পরিষদের গঠনের মিল রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, বিধান সরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান তথা চেয়ারম্যান।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থা অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— বক্তব্যটি সঠিক।

গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তথা জনপ্রতিনিধি তৈরি করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যাপক কাজ পরিচালনা করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করে। কৃষির উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে এবং মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে। ময়লা আবর্জনা ফেলা, প্রাণী জবাই, গবাদি পশুর গোসল, ময়লা কাপড়-চোপড় ধোয়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র ও লাইব্রেরি স্থাপন করে। তাছাড়া সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার নিবন্ধীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিত করণেও ভূমিকা রাখে। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প স্থাপন ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা এবং এ ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করে। নিজ অফিসের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য ও আদায় এবং বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সরকারকে সহায়তা করে। জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ রেজিস্টার এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে। বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে। সর্বোচ্চ পাঁচ (০৫) হাজার টাকা মূল্যের দেওয়ানি ও ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচারও ইউনিয়ন পরিষদ করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩ রফিক সাহেব গ্রামকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনিসহ আরো কয়েকজন জনপ্রতিনিধির সমন্বয়ে ঐ প্রতিষ্ঠান গঠিত। দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের জন্য একজন সরকারি বেতনভুক্ত কর্মচারিও নিযুক্ত। রফিক সাহেব অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে তার নির্বাচনি এলাকার সমস্যা সমাধানে কাজ করতে চান। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি কিছু সীমাবদ্ধতাও অনুভব করেন। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. বাংলাদেশের তিনটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নাম লিখ। ১

খ. স্থানীয় সরকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব রফিক কোন পদে আসীন? তার প্রতিষ্ঠানের গঠন বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব রফিকের প্রতিষ্ঠান কী কাজ করে? প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে তার সীমাবদ্ধতা কী? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের তিনটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হলো— ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা।

খ স্থানীয় সরকার বলতে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

স্থানীয় সরকার হলো সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অংশ। সরকার কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ ব্যবস্থায় স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের কোনো স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও নীতিনির্ধারণি ক্ষমতা থাকে না। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশের বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসন হলো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উদাহরণ।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ জনাব রফিকের প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ জনগণের স্বার্থে বহুবিধ কাজ করে থাকে। তবে এই কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠান কিছু সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সর্বনিম্ন স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। জনবহুল গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ দুই ধরনের কাজ করে। যেমন: ১. মৌলিক কাজ, ২. উন্নয়নমূলক কাজ।

ইউনিয়ন পরিষদের মৌলিক কাজের মধ্যে রয়েছে গ্রামাঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এ উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের চাকরির কার্যকাল ও শর্তাবলি নির্ধারণ করে। এ সংস্থাটি ইউনিয়নে কর্মরত রাজস্ব কর্মকর্তাদের কর আদায় ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করে। সরকারের নীতি বা কর্মসূচি জনগণকে জানানোও ইউনিয়ন পরিষদের কাজ। ইউনিয়নে কোনো অপরাধ ঘটলে এ প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশকে জানায়। অপরাধ নিরোধ সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতাও করে। ছোটখাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারকাজও ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণার্থে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজও করে। যেমন: রাস্তাঘাট, খেলার মাঠ, পার্ক, পুকুর, কবরস্থান, ইত্যাদি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। এছাড়া জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, দুর্যোগের সময় সেবামূলক কাজ এবং নিরাপত্তামূলক কাজ করাও ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত। আবার বৃক্ষরোপণ, কৃষি-শিল্পের উন্নয়ন সাধন, বিনোদন ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন ধরনের কাজও ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে।

জনগণের কল্যাণে কাজ করা হলেও কখনো কখনো ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি কিছু সীমাবদ্ধতার শিকার হয়। যেমন— সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জনগণ যদি অসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের হয় তাহলে চেয়ারম্যান যতোই আন্তরিক হোক না কেন, তার পক্ষে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সভলভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। ইউনিয়ন পরিষদের আরেকটি বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা হলো— নিজস্ব পর্যাপ্ত জনবল না থাকা। এছাড়া পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সচিব ও চৌকিদারদের বেতন বা সম্মানী নামমাত্র হওয়ায় তাদের মধ্যে, সার্বক্ষণিক কাজ করার আগ্রহ খুবই কম। তাছাড়া করের পরিমাণ কম হওয়ায় পরিষদের নিজস্ব আয়ও তেমন নেই।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ উন্নয়নে বহুবিধ কার্য সম্পাদন করলেও তার অনেক সীমাবদ্ধতাও রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান

↓

৯ জন নির্বাচিত সদস্য + ৩ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্য

↓

সচিব

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬; চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]

Teachingbd24.com

ক. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের গঠন উল্লেখ করো। ১
খ. কীভাবে মৌলিক অধিকার বলবৎ করা যায়? ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কোন স্তরের প্রতিফলন হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণ যত বৃদ্ধি পাবে গণতন্ত্রের ভিত ততো শক্তিশালী হবে— তুমি কি একমত? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ বিভাগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত।

খ কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে হাইকোর্টের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার বলবৎ করা যায়।
মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য সংবিধানের ১০২নং অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। সংবিধানের ১০২নং অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটিয়ে সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোনো আদালতে তার এখতিয়ারে স্থানীয় সীমার মধ্যে কোর্ট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল বা যেকোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিফলন ঘটেছে।
বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। যেমন- গ্রামকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। এর মধ্যে গ্রামকেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক পর্যায়ের সর্বনিম্নে অবস্থিত। গ্রামীণ জনগণের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এলাকার সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের মতো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। এই ইউনিয়ন পরিষদ ১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। উদ্দীপকেও এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯ জন নির্বাচিত সদস্য ও ৩ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যের কথা বলা হয়েছে। এখানে মূলত ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ একজন চেয়ারম্যান ও ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়, যার মধ্যে ৯ জন সাধারণ আসনের সদস্য ও ৩ জন সংরক্ষিত আসনের সদস্য। চেয়ারম্যান ও সাধারণ আসনের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য তিনটি আসন সংরক্ষিত থাকে। তবে উক্ত সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণও প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। নয়টি সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীগণও অংশগ্রহণ করতে পারেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পরিষদের একজন সদস্য বলে গণ্য হন। ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর। তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করার জন্য একজন বেতনভুক্ত সচিব থাকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিফলন লক্ষণীয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের অংশগ্রহণ যত বৃদ্ধি পাবে গণতন্ত্রের ভিত ততো শক্তিশালী হবে- এ কথার সাথে আমি একমত।
বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রামীণ বা পল্লির জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা, জবাবদিহিমূলক স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠা, শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ সুশাসন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্রের চর্চা হয় এবং গণতন্ত্রের ভিত আরো শক্তিশালী হয়। কেননা গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন। আর ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে চেয়ারম্যান এবং মেম্বারগণকে সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। স্থানীয় সরকার আইন-২০০৯ অনুসারে, প্রত্যেক ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে ওয়ার্ডসভা গঠিত হয়। এর বার্ষিক সভায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য বিগত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং আর্থিক সংশ্লেষসহ ওয়ার্ডের চলমান সকল উন্নয়ন কার্যক্রম উপস্থাপন করে। ওয়ার্ডসভার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার বিধান রয়েছে। এর ফলে ওয়ার্ড পর্যায়ে জনগণের সম্পৃক্ততা ঘটে। ওয়ার্ড পর্যায়েই প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নযোগ্য স্কিম এবং উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রাধিকার নিরূপণ করার ফলে স্থানীয় জনগণ অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠে। তাছাড়া বয়স্কভাতা, ভর্তুকিসহ বিভিন্ন ভাতা তাদেরকে কীভাবে দেওয়া হবে তা ওয়ার্ডসভাতে বসে ঠিক করা হয়। এছাড়াও যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, এসিড নিক্ষেপ, মাদকাসক্তি প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে ওয়ার্ডসভা আন্দোলন গড়ে তোলে এবং পরিষদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত মজবুত হয়।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। আর জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কাজে গতি আসবে, গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ৫

'ক' শাসন ব্যবস্থা	'খ' শাসনব্যবস্থা
↓	↓
কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট	নিজস্ব ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব
↓	↓
জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই	জনগণের অংশ গ্রহণের সুযোগ আছে
↓	↓
মূল লক্ষ্য সুশাসন	মূল লক্ষ্য স্ব-শাসন
↓	↓
স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই	নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে নির্বাচন হয়
↓	↓
সরকারিভাবে নীতি নির্ধারিত হয়	স্থানীয় পর্যায়ে স্বাধীনভাবে নীতি নির্ধারিত হয়

[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]

ক. দুর্নীতি কাকে বলে? ১
খ. খাদ্যে ভেজাল রোধ করা প্রয়োজন কেন? ২
গ. 'ক' শাসনব্যবস্থা দ্বারা কোন ধরনের শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'গণতন্ত্র বিকাশে 'খ' শাসনব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ'— যুক্তি দেখাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক অবৈধ সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য কোনো ব্যক্তির আইন ও নীতিবিরুদ্ধ কাজকে দুর্নীতি বলে।

খ জনস্বাস্থ্য রক্ষা তথা সুস্থ জীবনের নিশ্চয়তার জন্য খাদ্যে ভেজাল রোধ প্রয়োজন।
বর্তমান যুগে খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসেবে পরিগণিত। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানোর প্রভাবে নানাভাবে শারীরিক ঝুঁকি বাড়ে। এর ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এতে কিডনি, লিভার ও পাকস্থলীর ক্ষতি হয়। তাই সুস্থ থাকার জন্য খাদ্যে ভেজাল রোধ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের 'ক' শাসনব্যবস্থা দ্বারা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে।

শাসনকার্য সুন্দরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই বিভিন্ন ধরনের শাসন ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোকে দু ধরনের শাসন ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তার মধ্যে স্থানীয় শাসনের অর্থ হচ্ছে অঞ্চলভিত্তিক শাসন। স্থানীয় শাসনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শাসনের নিয়ন্ত্রণকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় শাসন মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে স্থানীয় পর্যায়ের সকল সমস্যা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এজন্য সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে নীতি ও সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করে এবং সেগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্থানীয় শাসনের উপর অর্পিত হয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের নীতি নির্ধারণের কোনো সুযোগ নেই। এ ধরনের স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে জনগণেরও অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। কারণ স্থানীয় শাসন সরকারি কর্মকর্তাদের শাসন এবং সরকারের সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন— জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, থানা প্রশাসন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, উদ্দীপকে 'ক' শাসনব্যবস্থা দ্বারা উল্লিখিত তথ্যসমূহ উপরের আলোচনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের 'খ' শাসন ব্যবস্থা দ্বারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়। গণতন্ত্রের বিকাশে 'খ' শাসন ব্যবস্থা তথা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এমন এক শাসন ব্যবস্থা যেখানে সরকারি কর্মকর্তাদের ভূমিকা গৌণ, জনগণের প্রতিনিধিদের ভূমিকাই মুখ্য। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত এবং স্থানীয় সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়। বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উদাহরণ। আমরা জানি, গণতন্ত্র বলতে মূলত জনগণের শাসনকে বোঝায়, যা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দ্বারা প্রতিফলিত হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে জনগণ সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানে জনগণের সম্পৃক্ত হওয়ায় সুযোগ থাকায় স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে যা গণতন্ত্রকে সুসংগঠিত করে।

যেহেতু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হয় সেহেতু স্থানীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চর্চার ফলে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মূল লক্ষ্য স্ব-শাসন, যার ফলে জনগণ পরবর্তীতে বৃহত্তর শাসন ব্যবস্থায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। এছাড়াও স্থানীয় জনগণের মনে গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতি আস্থা ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, 'খ' তথা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৬ জনাব রাজু একটি গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রধান। তিনি জনগণের বিবাদ মিটিয়ে থাকেন। নানা কাজে তাকে প্রায়ই উপজেলা ও জেলা সদরে যেতে হয়। এভাবে সারাদিন তিনি জনকল্যাণে কাজ করে যান। *[ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. পৌরসভার প্রধানের পদ কী? ১

খ. উপজেলা পরিষদের কাজ লিখ। ২

গ. রাজু কোন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান? তার প্রতিষ্ঠানের গঠন-কাঠামো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল নির্বাচিত ব্যক্তিকে রাজুর মত হওয়া উচিত— বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরসভার প্রধানের পদ হলো মেয়র।

খ উপজেলা পরিষদ বাংলাদেশের অন্যতম একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যথা- স্থানীয় প্রশাসন ও সংস্থাপন সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিচালনা, জনশৃঙ্খলা রক্ষা, জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পর্কিত সেবা প্রদান, স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। এছাড়াও উপজেলা পরিষদ পাঁচসালা ও বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি এবং জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতসহ বিভিন্ন কাজ করে থাকে।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের সকল নির্বাচিত ব্যক্তিকে রাজুর মতো হওয়া উচিত। কেননা চেয়ারম্যানের একক প্রচেষ্টায় পরিষদের সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় না। পরিষদের অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যরা চেয়ারম্যানকে সমানভাবে সহযোগিতা করলেই সার্বিক জনকল্যাণ সাধিত হবে।

উদ্দীপকের রাজু গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান তথা চেয়ারম্যান। তিনি জনগণের বিভিন্ন ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে থাকেন। নানান কাজে প্রায়ই উপজেলা ও জেলা সদরে যান। এসব কাজের বাইরেও তাকে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। যেমন- i. ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করা; ii. কৃষির উন্নয়নে উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ করা; iii. প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা; iv. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা তৈরি করা; v. মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া; vi. দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা; vii. জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ রেজিস্ট্রি ও সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রভৃতি।

ইউনিয়ন পরিষদের উপর্যুক্ত কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদেরও চেয়ারম্যানকে সহযোগিতা করা উচিত। এতে করে ইউনিয়ন পরিষদের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত হবে। তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের নাগরিকগণ যদি সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করে তবেই ইউনিয়ন পরিষদ তার আশানুরূপ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ৭ বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের জনগণের সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নের জন্য একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন চেয়ারম্যান, নয়জন সদস্য ও তিনজন মহিলা সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। *[ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬; অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. স্থানীয় শাসন কী? ১

খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসনব্যবস্থাই হলো স্থানীয় শাসন। যেমন— বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসন।

খ সৃজনশীল ১ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি হলো ইউনিয়ন পরিষদ।

এদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হলো ইউনিয়ন পরিষদ। সেই ব্রিটিশ-পূর্ব আমল হতে এর অগ্রযাত্রা শুরু। এর কাজ হলো স্থানীয় পর্যায়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করা। উদ্দীপকে এ প্রতিষ্ঠানটিরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। পল্লি অঞ্চলের জনগণের সমস্যা সমাধান ও উন্নয়ন করাই এর কাজ। এতে একজন চেয়ারম্যান নয়জন সদস্য ও তিনজন মহিলা সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়। এটি সর্বমোট ১৩জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে ৯ জন পুরুষ সদস্য; প্রতি তিন ওয়ার্ড থেকে একজন করে মহিলা সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। সেই সাথে সমগ্র ইউনিয়নের জনগণের সরাসরি ভোটে ১ জন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। জনবহুল গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্যেই ইউনিয়ন পরিষদ কাজ করে থাকে। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকে ইউনিয়ন পরিষদের কথাই বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জনকল্যাণ সাধনই ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান লক্ষ্য। তাই গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানটি নানাবিধ কাজে করে। রাস্তাঘাট খেলাধুলার মাঠ, পার্ক, গোরস্থান, পুকুর ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে।

ইউনিয়নকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে সব ধরনের পদক্ষেপ ইউনিয়ন পরিষদ গ্রহণ করে থাকে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিভিন্ন সেবামূলক কাজ প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সম্পন্ন করে। বৃক্ষরোপণ, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, কৃষি শিল্পের উন্নয়ন সাধনে এ প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন বিনোদনমূলক কাজও প্রতিষ্ঠানটি করে থাকে। যেমন— মেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় উৎসবের আয়োজন ইত্যাদি।

ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো— শিক্ষার উন্নয়নকল্পে সাহায্য দান, পাঠাগার ও পাঠশালা প্রতিষ্ঠা, যুবপ্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রশিক্ষণ, জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়ে প্রচারণা চালানো ইত্যাদি। আর এসব কাজের ফলে অবহেলিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী উন্নত জীবন যাপনের ছোঁয়া পায় এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। তাই বলা যায়, গ্রামীণ উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৮ স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য 'ক' নামক একটি সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা সংস্থাটি পরিচালিত হয়। এ সংস্থার সদস্যগণ স্থানীয় বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। অন্যদিকে, ঐ এলাকায় সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে 'খ' নামক আরেকটি সংস্থা। এ সংস্থার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিয়োগ দিয়ে থাকে। *[চা. বো. ২০১৬ । প্রশ্ন নং ৬]*

ক. কতজন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়? ১

খ. পৌরসভার গঠন সম্পর্কে কী জান? ২

গ. 'ক' নামক সংস্থাটি স্থানীয় পর্যায়ে কী ধরনের শাসন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' সংস্থার মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য আলোচনা করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৩ জন (১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন সদস্য এবং ৩ জন মহিলা সদস্য) সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়।

খ শহরকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাঠামোর মৌলিক একক হচ্ছে পৌরসভা।

পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা নির্ধারিত হয় শহরের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ পৌরসভায় ১৮টি ওয়ার্ড থাকে। সমগ্র পৌর এলাকা থেকে একজন মেয়র, প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে একজন সদস্য এবং প্রতি তিনটি ওয়ার্ড থেকে একজন সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। পৌরসভার কাজ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য একজন নির্বাহী কর্মকর্তা থাকেন।

গ 'ক' নামক সংস্থাটি স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে সাধারণত নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক জনগণের স্বশাসনকে বোঝায়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে এমন এক ধরনের প্রশাসন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকার স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রতিষ্ঠিত এবং আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নিম্নস্তরে অবস্থিত শহর বা গ্রাম এলাকার বহুবিধ স্থানীয় সমস্যা থাকে। সেগুলো স্থানীয়ভাবে সহজেই সমাধান করা যেতে পারে। এলাকাভিত্তিক এরূপ শাসনব্যবস্থা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নামে পরিচিত। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বৈশিষ্ট্য হলো— স্থানীয় এলাকার প্রতিনিধি দ্বারা এ শাসনব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন থেকে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে, স্থানীয় পর্যায়ে নীতি গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে।

উদ্দীপকের বর্ণনা মতে, স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য 'ক' নামক একটি সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা সংস্থাটি পরিচালিত হয়। এ সংস্থার সদস্যগণ স্থানীয় বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। উক্ত ইঙ্গিত দ্বারা স্পষ্টতই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছে।

ঘ আলোচ্য উদ্দীপকে 'ক' নামক সংস্থাটি হলো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার এবং 'খ' নামক সংস্থাটি হলো স্থানীয় সরকার। নিচে এদের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য আলোচনা করা হলো—

স্থানীয় সরকার	স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার
১. স্থানীয় সরকার হলো প্রশাসনের সুবিধার্থে কেন্দ্র কর্তৃক গঠিত প্রশাসনিক একক।	১. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার হলো সেই সরকার যার নিজস্ব কার্যাবলি পরিচালনার আইনসংগত অধিকার ও প্রয়োজনীয় সংগঠন রয়েছে।
২. স্থানীয় সরকারে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সরকার সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করেন।	২. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারে সরকারি নিয়ন্ত্রণ পরোক্ষ ও তত্ত্বাবধানমূলক।
৩. স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাবৃন্দ সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত এবং সরকারের নিকট দায়ী।	৩. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের কর্মকর্তাবৃন্দ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং জনসাধারণের নিকট দায়ী।
৪. স্থানীয় সরকারের উদাহরণ হলো— উপজেলা প্রশাসন।	৪. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের উদাহরণ হলো- উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ।

উপরিউক্ত পার্থক্য ছাড়াও স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের আরো অনেক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। যেমন— নিয়োগগত, মেয়াদগত, স্থায়িত্বগত ইত্যাদি।

প্রশ্ন ▶ ৯ ছোট একটি শহরের জনপ্রতিনিধি জনাব কামরুল ইসলাম তার শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ও খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। অন্যান্য সদস্যের সহায়তায় তিনি এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্পাদন করেন। তিনি ও তার ৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত সালিশি আদালত এলাকার ছোটখাটো বিবাদ ও কলহের মীমাংসা করতে পারেন। *[রা. বো. ২০১৬ । প্রশ্ন নং ৭]*

Teachinbd24.com

ক. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ১
খ. সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব কামরুল ইসলাম যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের প্রধান তার গঠন উল্লেখ করো। ৩
ঘ. উক্ত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সকল কার্যক্রম উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয় নাই— মন্তব্য করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের সরকারের নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার বলে।

খ যখন ধর্ম-বর্ণ, ধনী-নির্ধন, নারী-পুরুষ, গুণ বা উপযুক্ততা নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া হয়, তখন তাকে সর্বজনীন ভোটাধিকার বলা হয়।
সর্বজনীন ভোটাধিকার আধুনিক গণতন্ত্রের আদর্শ। বাংলাদেশে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে সর্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি মেনে চলা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২২ নং অনুচ্ছেদে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের কথা বলা হয়েছে।

গ জনাব কামরুল ইসলাম পৌরসভা নামক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের প্রধান। কেননা উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব কামরুল একটি শহরের জনপ্রতিনিধি হিসেবে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করেন। যে কাজগুলো মূলত পৌরসভার কাজ। এছাড়া তিনি ও তার ৪ জন সদস্য সালিশি আদালত গঠন করেন। এ বিষয়টিও পৌরসভাকেই নির্দেশ করে। নিচে পৌরসভার গঠন উল্লেখ করা হলো-
বাংলাদেশের শহর এলাকার স্থানীয় সরকার হিসেবে পৌরসভা গঠিত হয়। প্রতিটি পৌরসভাকে কতকগুলো ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা নির্ধারিত হয় শহরের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ পৌরসভায় ১৮টি ওয়ার্ড থাকে। সমগ্র পৌর এলাকা থেকে একজন মেয়র, প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে কাউন্সিলর ও প্রতি তিনটি ওয়ার্ড থেকে একজন সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। এভাবে মেয়র, কাউন্সিলর ও মহিলা কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। পৌরসভার কার্যকাল পাঁচ বছর। পৌরসভার কাজ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক পৌরসভায় একজন নির্বাহী কর্মকর্তা থাকেন।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণনায় পৌরসভা তথা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সকল কার্যক্রম প্রতিফলিত হয় নি বলে আমি মনে করি।
উদ্দীপকের বর্ণনা মতে, পৌরসভার জনপ্রতিনিধি জনাব কামরুল ইসলাম শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ও খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। অন্যান্য সদস্যের সহায়তায় তিনি এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্পাদন করেন। তিনি ও তার ৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত সালিশি আদালত এলাকার ছোটখাটো বিবাদ ও কলহের মীমাংসা করতে পারেন। এছাড়াও পৌরসভার আরো নানাবিধ কার্যাবলি রয়েছে। যেমন- পৌর এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, এগুলোকে অর্থ সাহায্য প্রদান, ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ, মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, যাদুঘর স্থাপন, পার্ক, উদ্যান, মিলনায়তন স্থাপন, বিভিন্ন স্থানে রেডিও-টেলিভিশন সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ, অনাথ ও দুস্থদের জন্য কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন, ভিক্ষাবৃত্তি, জুয়াখেলা ও মদ্যপান বন্ধের ব্যবস্থা করা, মৃতদেহের সৎকার, পৌর এলাকার জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য নৈশ প্রহরী নিয়োগ, অপরাধ ও বিপজ্জনক খেলা ও পেশা নিয়ন্ত্রণ, গোরস্থান, শ্মশান নির্মাণ, বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।
সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, উদ্দীপকের বর্ণনায় পৌরসভা নামক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সকল কার্যক্রম প্রতিফলিত হয় নি।

প্রশ্ন ▶ ১০ মরিয়ম বেগম হারবাং গ্রামে বাস করে। সে গ্রামের কয়েকজন দুঃস্থ মহিলাকে নিয়ে একটি কুটির শিল্প গড়ে তোলে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারা অর্থ সংকটে পড়ে। তাদের কিছু মালামালও চুরি হয়ে যায়। তখন তারা বেশ হতাশ হয়ে পড়ে। ঐ সময় তাদের এলাকার একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তাদের বেশ সহযোগিতা করে। ফলে তাদের প্রতিষ্ঠানটি এখন অনেক বড় হয়েছে। *[কু. বো. ২০১৬ / প্রশ্ন নং ৭]*

ক. বর্তমানে বাংলাদেশে সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা কয়টি? ১
খ. পৌরসভার গঠন বর্ণনা করো। ২
গ. উদ্দীপকে যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কথা বলা হয়েছে তার কার্যাবলি সংক্ষেপে লিখ। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত সংস্থা গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমানে বাংলাদেশে সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা ১১টি।

খ শহরকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাঠামোর মৌলিক একক হচ্ছে পৌরসভা।
পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা নির্ধারিত হয় শহরের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ পৌরসভায় সাধারণত ১৮টি ওয়ার্ড থাকে। সমগ্র পৌর এলাকা থেকে একজন মেয়র, প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে একজন সদস্য এবং প্রতি তিনটি ওয়ার্ড থেকে একজন সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। পৌরসভার কাজ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য একজন নির্বাহী কর্মকর্তা থাকেন।

গ উদ্দীপকে যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কথা বলা হয়েছে সেটি হলো উপজেলা পরিষদ।
নিম্নে উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:
১. পাঁচসালা ও বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি।
২. পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং কার্যসমূহের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা।
৩. ই-গভর্ন্যান্স চালু ও উৎসাহিতকরণ।
৪. উপজেলার সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা বিষয় পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন জেলার আইনশৃঙ্খলা কমিটিসহ নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা।
৫. সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৬. জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ।
৭. উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান করা।
৮. ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৯. সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান ও তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করা।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উপজেলা পরিষদ গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, প্রশাসন ও সংস্থাপন সংক্রান্ত কাজ, জনশৃঙ্খলা রক্ষামূলক কাজ, জনকল্যাণ ও সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উক্ত দফতরের কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করে। ইউনিয়ন ও পৌরসভার কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে। সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকদ্রব্যজনিত অপরাধের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকল্পে কাজ করে। স্যানিটেশন, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ পানীয় ব্যবস্থা করে। উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা

Teachingbd24.com

প্রসারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদান করে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করে। বেসরকারিভাবে মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণকে সহায়তা প্রদান করে। কৃষি উন্নয়নে ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সমন্বয়ও করে থাকে উপজেলা পরিষদ।

সুতরাং বলা যায়, গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উপজেলা পরিষদ ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ১১ বর্ষার জলাবদ্ধতা নগর জীবনের এক অভিশাপ। নগরবাসীকে এই সংকট হতে মুক্তি দেয়ার জন্য নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। নালা নর্দমা পরিষ্কার, জলাশয় ভরাট রোধ, জনসচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সরকারের একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এসব কাজ করে থাকে। যেহেতু নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এসব কাজে নিয়োজিত তাই জনগণের প্রত্যাশা তাদের প্রতি অত্যাধিক। বাংলাদেশে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় তিন শতাধিক।

[বি. বো. ২০১৬ ▌ প্রশ্ন নং ৬]

ক. ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত মহিলা সদস্য সংখ্যা কত? ১

খ. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকে যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা নগর উন্নয়নে কী কী কাজ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে— তোমার সুপারিশসমূহ লিখ। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত মহিলা সদস্য সংখ্যা তিন (০৩) জন।

খ সৃজনশীল ৩ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা পৌরসভার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই সংস্থা নগর উন্নয়নে কী কী কাজ করতে পারে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন: জনসাধারণের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়া পানি নিষ্কাশনের জন্য পয়ঃপ্রণালির ব্যবস্থা করাও পৌরসভার দায়িত্ব।

জনকল্যাণমূলক কাজ: জনকল্যাণ সাধন করার লক্ষ্যে পৌরসভা পৌর এলাকার আর্বজনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, রোগ জীবাণু ধ্বংসকারী ওষুধ পত্র সরবরাহ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে থাকে।

শিক্ষামূলক কাজ: পৌর এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে পৌরসভা বিদ্যালয় স্থাপন, দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান এবং অন্যান্য শিক্ষা ক্ষেত্রে সাহায্য দান করে।

উন্নয়নমূলক কাজ: জনসাধারণের চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, বৃক্ষরোপণ ও এগুলো সংরক্ষণ প্রভৃতি পৌরসভার উন্নয়নমূলক কাজের অংশবিশেষ।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন: সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য পৌরসভা নগর এলাকায় তথ্যকেন্দ্র, জাদুঘর, আর্ট গ্যালারি ইত্যাদি স্থাপন ও পরিচালনা করে।

শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা: শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পৌরসভা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে থাকে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা পৌরসভা নগর উন্নয়নের জন্য উল্লিখিত কাজগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ঘ উক্ত সংস্থা অর্থাৎ পৌরসভাকে শক্তিশালী করার জন্য নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে—

স্বচ্ছতা: পৌরসভার দৈনন্দিন কার্যাবলির মধ্যে স্বচ্ছতা নিয়ে আসা খুবই জরুরি। কারণ কাজের মধ্যে স্বচ্ছতা থাকলে তা জনকল্যাণমুখী হয়।

জবাবদিহিতা: পৌরসভার নগর এলাকায় নানাবিধ কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করলে তা সংস্থার সুনামের পথ সুগম করে। ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠান একটি শক্তিশালী স্বায়ত্তশায়িত প্রতিষ্ঠানের রূপ ধারণ করে।

আইনের শাসন: পৌরসভাকে শক্তিশালী করার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা একান্ত অপরিহার্য। আইন অনুযায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা উচিত। কারণ তাদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন প্রতিষ্ঠানের সুনাম বয়ে আনে।

অংশগ্রহণ: উক্ত সংস্থায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ফলে জনগণের প্রতি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা বেড়ে যায় এবং এরা কাজের প্রতি বেশ মনোযোগী হয়ে থাকেন।

পদচ্যুতি: কোনো প্রতিনিধি ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তাকে পদচ্যুতি করার বিধানকে শক্তিশালী করা দরকার। এছাড়া দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতা, অসদাচরণ, তহবিল আত্মসাৎ প্রভৃতি কারণে তাদেরকে অপসারণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ১২

১ জন চেয়ারম্যান ← ? → ৩ জন মহিলা সদস্য

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা ▌ প্রশ্ন নং ৯]

ক. কয়টি জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার গঠিত? ১

খ. উপজেলা পরিষদের গঠনের পটভূমি বর্ণনা করো। ২

গ. ছকের '?' স্থানে কোন সংস্থাটির নাম বসবে? কেন? ৩

ঘ. উদ্দীপকের সংস্থাটির কার্যাবলী বর্ণনা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিনটি জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার গঠিত।

খ উপজেলা পরিষদের গঠন নিম্নরূপ:

১. জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান।

২. জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান (একজন পুরুষ ও একজন মহিলা)।

৩. উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ, পৌরসভার (যদি থাকে) মেয়র এবং তিনজন মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়।

গ ছকের '?' চিহ্নিত স্থানে বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদের নাম বসবে।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। যেমন- গ্রামকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। এর মধ্যে গ্রামকেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক পর্যায়ের সর্বনিম্নে অবস্থিত। গ্রামীণ জনগণের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এলাকার সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের মতো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ ১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।

জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯ জন নির্বাচিত সদস্য ও ৩ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্য ও সচিব। এখানে মূলত ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ একজন চেয়ারম্যান ও ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়, যার মধ্যে ৯ জন সাধারণ আসনের সদস্য ও ৩ জন সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য। চেয়ারম্যান ও সাধারণ আসনের সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য তিনটি আসন সংরক্ষিত থাকে। তবে উক্ত সংরক্ষিত আসনের সদস্যরাও প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। নয়টি সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীরাও অংশগ্রহণ করতে পারেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পরিষদের একজন সদস্য বলে গণ্য হন। ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর। তাছাড়া ইউনিয়ন

Teachingbd24.com

পরিষদে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করার জন্য সরকার নিযুক্ত একজন বেতনভুক্ত সচিব থাকে। তাই বলা যায়, চিত্রের '?' চিহ্নিত স্থানে ইউনিয়ন পরিষদের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি মূল্যায়ন করা হলো—

জনকল্যাণমূলক কাজ: জনকল্যাণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট নির্মাণ ও তাদের তত্ত্বাবধান, খেলাধুলার মাঠ নির্মাণ ও মেরামত, রাস্তা ঘাটে আলোর ব্যবস্থা, গোরস্থান, শ্মশান, বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য কূপ, নলকূপ স্থাপন করে থাকে ইউনিয়ন পরিষদ।

শান্তিরক্ষা-সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়নের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ এবং গ্রামীণ পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

বিচার -সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সালিশি আদালত হিসেবে কাজ করে।

রাজস্ব-সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় কর ধার্য ও আদায় এবং সরকারকে বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সাহায্য করে থাকে।

বিনোদনমূলক কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নে মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠান, খেলাধুলার সরঞ্জাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করে থাকে।

এ ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত, শিক্ষা সংক্রান্ত, সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার, নিবন্ধীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

উক্ত আলোচনার শেষে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ আবীর গ্রামে বাস করে। সে এবার প্রথম একটি স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। বিধি অনুযায়ী সে এই সংস্থার নির্বাচনে মোট তিন জনকে ভোট দেবার সুযোগ পায়। সংস্থাটিতে মোট ১৩ জন নির্বাচিত হন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে। আবীর মনে করে, উক্ত সংস্থাটি স্থানীয় জনমতের প্রাধান্য দিয়ে এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে নিজেদের নিয়োজিত রাখবে এবং স্থানীয় জনগণকে সকল কাজে সম্পৃক্ত করবে।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]

ক. মুসলিম লীগ কবে গঠিত হয়? ১

খ. দ্বৈত শাসন বলতে কী বোঝ? ২

গ. স্থানীয় জনগণের উন্নতিতে এই সংস্থাটি কী কী ভূমিকা রাখছে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণ যত বেশি হবে গণতন্ত্রের ভীতও শক্তিশালী হবে।"— তুমি কি একমত যুক্তি দেখাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

খ ১৭৬৫ সালে বাংলা শাসনের জন্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগি করে রবার্ট ক্লাইভ দুই জনের যে অভিনব শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তাকে দ্বৈতশাসন বলে।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি (রাজস্ব) আদায়ের ক্ষমতা লাভের পর লর্ড ক্লাইভ বাংলায় দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করেন। দ্বৈত শাসনের অর্থ হলো দু'জনের শাসনব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ফৌজদারি বিচার, শান্তিরক্ষা, দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় বাংলার নবাবের হাতে। অন্যদিকে, বাংলার রাজস্ব আদায়, দেওয়ানি সংক্রান্ত বিচার, জমির বিবাদ সম্পর্কিত বিচার কোম্পানির ওপর ন্যস্ত হয়। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা। অন্যদিকে নবাব পান ক্ষমতাহীন দায়িত্ব।

গ উদ্দীপকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি মূল্যায়ন করা হলো-

জনকল্যাণমূলক কাজ: জনকল্যাণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট নির্মাণ ও তাদের তত্ত্বাবধান, খেলাধুলার মাঠ নির্মাণ ও মেরামত, রাস্তা ঘাটে আলোর ব্যবস্থা, গোরস্থান, শ্মশান, বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য কূপ, নলকূপ স্থাপন করে থাকে ইউনিয়ন পরিষদ।

শান্তিরক্ষা-সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়নের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ এবং গ্রামীণ পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

বিচার -সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সালিশি আদালত হিসেবে কাজ করে।

রাজস্ব-সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় কর ধার্য ও আদায় এবং সরকারকে বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সাহায্য করে থাকে।

বিনোদনমূলক কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নে মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠান, খেলাধুলার সরঞ্জাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করে থাকে।

এ ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত, শিক্ষা সংক্রান্ত, সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার, নিবন্ধীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

উক্ত আলোচনার শেষে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ, ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের অংশগ্রহণ যত বৃদ্ধি পাবে গণতন্ত্রের ভিত ততো শক্তিশালী হবে- এ কথার সাথে আমি একমত।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রামীণ বা পল্লির জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা, জবাবদিহিমূলক স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠা, শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্রের চর্চা হয় এবং গণতন্ত্রের ভিত আরো শক্তিশালী হয়। কেননা, গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন। আর ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে চেয়ারম্যান এবং মেম্বারদেরকে সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। স্থানীয় সরকার আইন-২০০৯ অনুসারে, প্রত্যেক ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ওয়ার্ডসভা গঠিত হয়। এর বার্ষিক সভায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য বিগত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং আর্থিক সংশ্লেষসহ ওয়ার্ডের চলমান সকল উন্নয়ন কার্যক্রম উপস্থাপন করে। ওয়ার্ডসভার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার বিধান রয়েছে। এর ফলে ওয়ার্ড পর্যায়ে জনগণের সম্পৃক্ততা ঘটে। ওয়ার্ড পর্যায়েই প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নযোগ্য স্কিম এবং উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রাধিকার নিরূপণ করার ফলে স্থানীয় জনগণ অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠে। তাছাড়া বয়স্কভাতা, ভর্তুকিসহ বিভিন্ন ভাতা তাদেরকে কীভাবে দেওয়া হবে তা ওয়ার্ডসভাতে বসে ঠিক করা হয়। এছাড়াও যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, এসিড নিক্ষেপ, মাদকাসক্তি প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে ওয়ার্ডসভা আন্দোলন গড়ে তোলে এবং পরিষদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত মজবুত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। আর জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কাজে গতি আসবে, গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হবে।

Teachbook.com

প্রশ্ন ▶ ১৪ চুন্নু মিয়া গ্রামভিত্তিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনিসহ আরো কয়েকজন জনপ্রতিনিধির সমন্বয় ঐ প্রতিষ্ঠান গঠিত। দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের জন্য একজন সরকারি বেতনভুক্ত কর্মচারিও নিযুক্ত। রফিক সাহেব অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে তার নির্বাচনি এলাকার সমস্যা সমাধানে কাজ করতে চান। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি কিছু সীমাবদ্ধতা ও অনুভব করেন। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. দুর্নীতি কাকে বলে? ১

খ. খাদ্যে ভেজাল রোধ করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. জনাব চুন্নু মিয়া কোন পদে আসীন? তার প্রতিষ্ঠানের গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চুন্নু মিয়ার প্রতিষ্ঠান কী কাজ করে? প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে তার সীমাবদ্ধতা কী? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নীতি বা আইন বিরুদ্ধ কাজ করাই দুর্নীতি।

খ আমাদের দেশের নাগরিক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম সমস্যা হলো খাদ্যে ভেজাল।

খাদ্যে ভেজালের স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ভয়ঙ্কর প্রভাব রয়েছে। এর ফলে গর্ভবতী মা ও শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বেশি। খাদ্যে ভেজালের কারণে আমরা নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। যেমন— লিভার ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, ব্লাড ক্যান্সার, কিডনির জটিলতা, হৃদরোগ, অ্যানিমিয়া ইত্যাদি। এছাড়াও ক্ষুধামন্দা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার ইত্যাদি এখন নৈমিত্তিক ঘটনা। এসব থেকে বাঁচার জন্য খাদ্যে ভেজাল রোধ করা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকের চুন্নু মিয়া গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান।

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট। প্রাথমিক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে এটিই স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ভিত্তিরূপে গড়ে ওঠে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪,৫৫৪টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে।

ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সাধারণ সদস্য এবং তিনজন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন পুরুষ সদস্য, প্রতি তিন ওয়ার্ডে একজন করে মোট তিনজন নির্বাচিত মহিলা সদস্য এবং সমগ্র ইউনিয়ন থেকে একজন চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে। পরিষদের সার্বক্ষণিক দাপ্তরিক কাজ করেন সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও বেতনভুক্ত একজন সেক্রেটারি। উদ্দীপকের চুন্নু মিয়া একটি সংস্থার নির্বাচিত প্রধান। তার সংস্থায় তিনিসহ মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন। তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সেক্রেটারি কর্মরত আছেন। চুন্নু মিয়ার এ সংস্থাটির সাথে ইউনিয়ন পরিষদের গঠনের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের চুন্নু মিয়ার প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ, ইউনিয়ন পরিষদ জনগণের স্বার্থে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। তবে এসব কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠান কিছু সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সর্বনিম্ন স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। জনবহুল গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ প্রধানত দুই ধরনের কাজ করে। যেমন: মৌলিক কাজ, উন্নয়নমূলক কাজ।

ইউনিয়ন পরিষদের মৌলিক কাজের মধ্যে রয়েছে গ্রামাঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এ উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের চাকরির কার্যকাল ও শর্তাবলি নির্ধারণ করে। এ সংস্থাটি ইউনিয়নে কর্মরত রাজস্ব কর্মকর্তাদের কর আদায় ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করে। সরকারের নীতি বা কর্মসূচি জনগণকে জানানোও ইউনিয়ন পরিষদের কাজ। ইউনিয়নে কোনো অপরাধ ঘটলে এ প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশকে জানায়। অপরাধ নিরোধ সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতা করে। ছোটখাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারকাজও ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণার্থে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজও করে। যেমন: রাস্তাঘাট, খেলার মাঠ, পার্ক, পুকুর, কবরস্থান, ইত্যাদি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। এছাড়া জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, দুর্যোগের সময় সেবামূলক কাজ এবং নিরাপত্তামূলক কাজ করাও ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত। আবার বৃক্ষরোপণ, কৃষি-শিল্পের উন্নয়ন সাধন, বিনোদন ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন ধরনের কাজও ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে।

জনগণের কল্যাণে কাজ করা হলেও কখনো কখনো ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি কিছু সীমাবদ্ধতার শিকার হয়। যেমন— সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জনগণ যদি অসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের হয় তাহলে চেয়ারম্যান যতোই আন্তরিক হোক না কেন, তার পক্ষে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। ইউনিয়ন পরিষদের আরেকটি বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা হলো— নিজস্ব পর্যাপ্ত জনবল না থাকা। এছাড়া পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সচিব ও চৌকিদারদের বেতন বা সম্মানী নামমাত্র হওয়ায় তাদের মধ্যে সার্বক্ষণিক কাজ করার আগ্রহ খুবই কম। তাছাড়া করের পরিমাণ কম হওয়ায় পরিষদের নিজস্ব আয়ও তেমন নেই। উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ উন্নয়নে বিভিন্ন কাজ করলেও তার অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ বর্ষার জলাবদ্ধতা নগর জীবনের এক অভিশাপ। নগরবাসীকে এই সংকট হতে মুক্তি দেয়ার জন্য নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়। নালা-নর্দমা পরিষ্কার, জলাশয় ভরাট রোধ, জনসচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়। সরকারের একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এসব কাজ করে থাকে। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বাংলাদেশের বিভাগ কয়টি, নাম লিখ। ১

খ. স্থানীয় সরকার/শাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা নগর উন্নয়নে কী কী কাজ করতে পারে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে— তোমার সুপারিশসমূহ লিখ। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের বিভাগ ৮টি। যথা— ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ।

খ সৃজনশীল ৩ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৬ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত চেয়ারম্যান

↓

৯ জন নির্বাচিত সদস্য + ৩ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্য। *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. HIV এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. কীভাবে মৌলিক অধিকার বলবৎ করা যায়? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কোন স্তরের প্রতিফলন হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণ যত বৃদ্ধি পাবে গণতন্ত্রের ভিত ততো শক্তিশালী হবে-তুমি কি একমত? তোমার উত্তরে স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

Teachingbd24.com

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV এর পূর্ণরূপ হলো— Human Immunodeficiency Virus।

খ কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে হাইকোর্টের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার বলবৎ করা যায়।

মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য সংবিধানের ১০২নং অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটিয়ে সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোনো আদালতে তার এখতিয়ারে স্থানীয় সীমার মধ্যে কোর্ট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল বা যেকোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিফলন ঘটেছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। যেমন- গ্রামকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। এর মধ্যে গ্রামকেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক পর্যায়ের সর্বনিম্নে অবস্থিত। গ্রামীণ জনগণের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এলাকার সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের মতো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। এই ইউনিয়ন পরিষদ ১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। উদ্দীপকেও এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯ জন নির্বাচিত সদস্য ও ৩ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যের কথা বলা হয়েছে। এখানে মূলত ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ একজন চেয়ারম্যান ও ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়, যার মধ্যে ৯ জন সাধারণ আসনের সদস্য ও ৩ জন সংরক্ষিত আসনের সদস্য। চেয়ারম্যান ও সাধারণ আসনের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য তিনটি আসন সংরক্ষিত থাকে। তবে উক্ত সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণও প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। নয়টি সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীগণও অংশগ্রহণ করতে পারেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদের একজন সদস্য বলে গণ্য হন। ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর। তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করার জন্য একজন বেতনভুক্ত সচিব থাকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিফলন লক্ষণীয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের অংশগ্রহণ যত বৃদ্ধি পাবে গণতন্ত্রের ভিত ততো শক্তিশালী হবে- এ কথার সাথে আমি একমত।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রামীণ বা পল্লির জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা, জবাবদিহিমূলক স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠা, শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো, সুশাসন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্রের চর্চা হয় এবং গণতন্ত্রের ভিত আরো শক্তিশালী হয়। কেননা গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন। আর ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে চেয়ারম্যান এবং মেম্বারগণকে সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার আইন-২০০৯ অনুসারে, প্রত্যেক ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে ওয়ার্ডসভা গঠিত হয়। এর বার্ষিক সভায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য বিগত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং আর্থিক সংশ্লেষসহ ওয়ার্ডের চলমান সকল উন্নয়ন কার্যক্রম উপস্থাপন করে। ওয়ার্ডসভার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার বিধান রয়েছে। এর ফলে ওয়ার্ড পর্যায়ে জনগণের সম্পৃক্ততা ঘটে। ওয়ার্ড পর্যায়েই প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নযোগ্য স্কিম এবং উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রাধিকার নিরূপণ করার ফলে স্থানীয় জনগণ অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠে। তাছাড়া বয়স্কভাতা, ভর্তুকিসহ বিভিন্ন ভাতা তাদেরকে কীভাবে দেওয়া হবে তা ওয়ার্ডসভাতে বসে ঠিক করা হয়। এছাড়াও যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, এসিড নিক্ষেপ, মাদকাসক্তি প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে ওয়ার্ডসভা আন্দোলন গড়ে তোলে এবং পরিষদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত মজবুত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। আর জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কাজে গতি আসবে, গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৭

বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন
↓
বিভাগীয় প্রশাসন
↓
?
↓
উপজেলা প্রশাসন

[বি. এন. কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮]

ক. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী? ১

খ. সুপ্রীম কোর্টের গঠন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ? চিহ্নিত স্থানে কোন ধরনের প্রশাসন ব্যবস্থা নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ? চিহ্নিত প্রশাসনকে বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র বলা হয়— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম সুপ্রিম কোর্ট।

খ সুপ্রীম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯৪ নম্বর অনুচ্ছেদ হতে শুরু করে ১১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের গঠন, কার্যাবলি ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। প্রধান বিচারপতির আসন এবং প্রত্যেক বিভাগের আসন গ্রহণ করার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ আপিল বিভাগ এবং অন্যান্য বিচারকগণ হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ করবেন। বিচারকদের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

গ উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নিত স্থানে জেলা প্রশাসন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় জেলা প্রশাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। স্থানীয় শাসন বলতে স্থানীয় পর্যায়ের বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা শাসনব্যবস্থাকে বুঝায়। স্থানীয় শাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিগণ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ছকে বাংলাদেশের স্থানীয় শাসনব্যবস্থার ১ম ও ২য় স্তর বিভাগীয় প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসনের নাম উল্লেখ রয়েছে।

teachingbd24.com

কিন্তু আমরা জানি বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসন নিয়ে বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন কাঠামো গঠিত। সুতরাং উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নটির মাধ্যমে এই জেলা প্রশাসনকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নটি দ্বারা বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ করছে। এই জেলা প্রশাসনকে বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র বলা হয়।

বাংলাদেশে ৬৪টি জেলা রয়েছে। জেলা প্রশাসনকে কেন্দ্র করে জেলার সমগ্র শাসন আবর্তিত হয়। জেলা প্রশাসক হলো জেলার মধ্যমণি। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য ও প্রশাসনের প্রবীণ কর্মকর্তা।

জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের যোগসূত্র বিদ্যমান। বাংলাদেশ সবিচালয়ে জেলা সংক্রান্ত গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত সরাসরি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরিত হয়। জেলা প্রশাসক জেলার প্রশাসন, রাজস্ব, সমন্বয়, স্থানীয় শাসন, মানবতামূলক কাজ, বিচার সংক্রান্ত কাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিরোধ মিমাংসাসহ যাবতীয় কার্যাবলি দ্বারা রাষ্ট্রের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে থাকেন।

পরিশেষে বলা যায়, জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের অপর দুটি বিভাগ যথা বিভাগীয় প্রশাসন এবং উপজেলার মধ্যে সমন্বয় শাধন করে থাকেন। তিনি বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে জেলা ও কেন্দ্রের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জেলা প্রশাসন জেলার প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা, তত্ত্বাবধায়ন এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র রূপে পরিগণিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৮ রুমি গ্রামে বাস করে। সে কয়েক বছর আগে একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছে। এই পরিষদটি হয়েছে একজন নির্বাচিত প্রধান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় গণতন্ত্রের চর্চা, নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকে।

[বি এন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]

ক. বাংলাদেশে কয়টি সিটি কর্পোরেশন আছে? ১

খ. স্থানীয় সরকার/শাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় জনগণের উন্নয়নে যে ধরনের কাজ করে তা উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান কীভাবে গণতন্ত্র চর্চা, স্বশাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ১১টি সিটি কর্পোরেশন আছে।

খ স্থানীয় সরকার বলতে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

স্থানীয় সরকার হলো সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অংশ। সরকার কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ ব্যবস্থায় স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের কোনো স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও নীতিনির্ধারণি ক্ষমতা থাকে না। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশের বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসন হলো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি বলতে ইউনিয়ন পরিষদকে বোঝানো হয়েছে যার মূল লক্ষ্য গ্রামীণ জনগণের সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন করা।

গ্রাম কেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক পর্যায়ের সর্ব নিম্নে অবস্থিত। এই পরিষদটি গঠিত হয় একজন নির্বাচিত প্রধান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। এটি গ্রামের স্থানীয় জনগণের সার্বিক মঙ্গল ও উন্নয়ন করার জন্য বিভিন্ন কার্য পরিচালনা করে থাকে।

ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় জনগণের উন্নয়নে যে সকল কাজ পরিচালনা করে তাদের মধ্যে রয়েছে:-

১. গ্রাম বা পল্লির সৌন্দর্য বৃদ্ধি
২. গ্রামীণ বা পল্লি এলাকার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা
৩. স্ব-শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা
৪. স্থানীয় জনগণের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো
৫. উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা
৬. জবাবদিহিমূলক স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা
৭. গণ সচেতনার বিকাশ ঘটানো
৮. শাসন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানো ইত্যাদি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ বা পল্লি জনগণের সার্বিক উন্নয়নে বহুমুখী কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান তথা ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্নে অবস্থান করে। এটি গণতন্ত্র চর্চা, স্বশাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ্রামীণ জনগনের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ সৃষ্টি হয়েছে। একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে ৫ বছরের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় গণতন্ত্রের চর্চা, নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকে।

ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ বা পল্লি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় জনগণের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো, উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, জবাবদিহিমূলক স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা, গণ সচেতনতার বিকাশ ঘটানোসহ জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, গণতন্ত্র জনগণের শাসন। জনপ্রতিনিধিরাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকে। গ্রামীণ ও পল্লির এলাকাতে দেশের সিংহভাগ মানুষ বসবাস করে। ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জনকল্যাণমূলক কাজের পাশাপাশি শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর কারণে দেশে গণতন্ত্র চর্চা, স্বশাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পদ সুপ্রশস্ত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৯ সোহেল সরকার একটি সংস্থার নির্বাচিত প্রধান। তার সংস্থায় তিনি সহ মোট ১৩ (তের) জন নির্বাচিত প্রতিনিধি আছে। তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সেক্রেটারি কর্মরত আছেন। *[গাজীপুর সিটি কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. পৌরসভার প্রধানকে কী বলা হয়? ১

খ. স্থানীয় শাসন কী? ২

গ. উদ্দীপকের সোহেল সরকার কোন ধরনের সংস্থার প্রধান ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থা গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শহরকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাঠামোর মৌলিক একককে পৌরসভা বলা হয়।

Teachbd24.com

খ স্থানীয় শাসন বলতে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এর প্রতিনিধিগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। এরা নিজ নিজ কর্মকাণ্ডের জন্য সরকারের নিকট দায়ী থাকেন। বাংলাদেশে স্থানীয় শাসনের প্রতিষ্ঠানগুলো হলো— বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২০ মোসাদ্দেক হোসেন একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান। যার মোট সদস্য সংখ্যা ১৩ জন। তিনি পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বে থাকবেন। এলাকার উন্নয়নে তিনি বিভিন্ন খাতে যেমন আয় করেন তেমনি বিভিন্ন খাতে ব্যয়ও করেন। পরিষদটি দেশের স্থানীয় পর্যায়ে গণতন্ত্রের চর্চা, নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকে।

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ ▌প্রশ্ন নং ৮]

ক. পার্বত্য জেলা তিনটির নাম লেখ। ১

খ. পৌরসভার গঠন পদ্ধতি বর্ণনা কর। ২

গ. মোসাদ্দেক সাহেব কোন স্থানীয় সংস্থার প্রধান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠান কীভাবে গণতন্ত্র চর্চা, স্বশাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা তিনটি হলো রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি।

খ শহরকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাঠামোর মৌলিক একক হচ্ছে পৌরসভা।

পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা নির্ধারিত হয় শহরের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ পৌরসভায় সাধারণত ১৮টি ওয়ার্ড থাকে। সমগ্র পৌর এলাকা থেকে একজন মেয়র, প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে একজন সদস্য এবং প্রতি তিনটি ওয়ার্ড থেকে একজন সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। পৌরসভার কাজ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য একজন নির্বাহী কর্মকর্তা থাকেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মোসাদ্দেক সাহেব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান।

ইউনিয়ন পরিষদ একজন চেয়ারম্যান এবং ১২ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়। তারা প্রত্যেকেই জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনগণের সেবা প্রদান ও স্থানীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এক্ষেত্রে তিনি জনগণের মতামতকে গুরুত্ব প্রদান করেন। ইউনিয়ন পরিষদের অবকাঠামো, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, খেলাধুলা ও সংস্কৃতি, নারী উন্নয়ন, শিশু ও যুব উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে তিনি জনগণকে সম্পৃক্ত করেন।

উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, মোসাদ্দেক হোসেনও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান। তার প্রতিষ্ঠানেও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নে গণতন্ত্রের চর্চা, নেতৃত্বের বিকাশসহ নানাবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ সমাজে গণতন্ত্রের চর্চা, স্বশাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রাম ও ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান হলো ইউনিয়ন পরিষদ। তাই গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানটি নানাবিধ কাজ করে থাকে। রাস্তাঘাট, খেলাধুলার মাঠ, পার্ক, গোরস্থান, পুকুর ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে।

ইউনিয়ন পরিষদ গণতন্ত্র চর্চার প্রাথমিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবার, বিদ্যালয়, পাঠাগার ও পাঠশালা, সমবায় সমিতি, এনজিও, কলেজ, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রযুক্তিগত শিক্ষা, নির্বাচন কমিশনকে ভোটার তালিকা হাল নাগাদ প্রভৃতিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করাও ইউনিয়ন পরিষদের কাজ। এছাড়াও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, জরিপ, রাজস্ব আদায়, সরকারী কর্মসূচী প্রচার, ছোটখাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার, চোরাচালান প্রতিরোধ, জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রিকরণ ইত্যাদি করে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় উদ্দীপকের সাদৃশ্যপূর্ণ ইউনিয়ন পরিষদ গনতন্ত্র চর্চা, স্বশাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২১ জাহিদ সাহেব প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান, যার মোট সদস্য সংখ্যা ১৩ জন। তিনি পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকবেন। এলাকার উন্নয়নে তিনি বিভিন্ন খাতে যেমন আয় করেন তেমনি বিভিন্ন খাতে ব্যয়ও করেন। এলাকার উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

[মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল ▌প্রশ্ন নং ৮]

ক. পৌরসভার নির্বাচিত প্রধানের পদবি কী? ১

খ. স্থানীয় সরকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জাহিদ সাহেব কোন স্থানীয় সংস্থার প্রধান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্থানীয় উন্নয়নে জাহিদ সাহেবের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরসভার নির্বাচিত প্রধানের পদবি হলো পৌর মেয়র।

খ স্থানীয় সরকার বলতে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

স্থানীয় সরকার হলো সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অংশ। সরকার কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ ব্যবস্থায় স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের কোনো স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও নীতিনির্ধারণি ক্ষমতা থাকে না। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশের বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসন হলো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উদাহরণ।

গ উদ্দীপকের জাহিদ সাহেব গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান।

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট। প্রাথমিক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে এটিই স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ভিত্তিরূপে গড়ে ওঠে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪,৫৫৪টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে। ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন পুরুষ সদস্য,

teachingbd24.com

তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন করে মহিলা সদস্য এবং সমগ্র ইউনিয়ন থেকে একজন চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে। পরিষদের সার্বক্ষণিক দাপ্তরিক কাজ করেন সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও বেতনভুক্ত একজন সেক্রেটারি।

উদ্দীপকের জাহিদ সাহেব একটি সংস্থার নির্বাচিত প্রধান। তার সংস্থায় তিনিসহ মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন। তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য সরকারও কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সেক্রেটারি কর্মরত আছেন। বিধান সরকারের এ সংস্থাটির সাথে ইউনিয়ন পরিষদের গঠনের মিল রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, জাহিদ সাহেব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান তথা চেয়ারম্যান।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জাহিদ সাহেব তথা ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তথা জনপ্রতিনিধি তৈরি করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যাপক কাজ পরিচালনা করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করে। কৃষির উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে এবং মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে।

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র ও লাইব্রেরি স্থাপন করে। তাছাড়া সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার নিবন্ধীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিত করণেও ভূমিকা রাখে। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প স্থাপন ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা এবং এ ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২২ জাহিদ সাহেব প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান যার মোট সদস্য সংখ্যা ১৩ জন। তিনি পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকবেন। এলাকার উন্নয়নে তিনি বিভিন্ন খাতে যেমন আয় করেন, তেমনি বিভিন্ন খাতে ব্যয়ও করেন। এলাকার উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. স্থানীয় সরকার কী? ১

খ. কীভাবে পৌরসভা গঠিত হয়? ২

গ. জাহিদ সাহেব কোন স্থানীয় সংস্থার প্রধান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্থানীয় উন্নয়নে জাহিদ সাহেবের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের সরকারের নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রনাধীনে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকা ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার বলে।

খ শহরকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাঠামোর মৌলিক একক হচ্ছে পৌরসভা।

পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা নির্ধারিত হয় শহরের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ পৌরসভায় ১৮টি ওয়ার্ড থাকে। সমগ্র পৌর এলাকা থেকে একজন মেয়র, প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে একজন সদস্য এবং প্রতি তিনটি ওয়ার্ড থেকে একজন সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। পৌরসভার কাজ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য একজন নির্বাহী কর্মকর্তা থাকেন।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জাহিদ সাহেব ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান হিসেবে স্থানীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তথা জনপ্রতিনিধি তৈরি করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যাপক কাজ পরিচালনা করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করে। কৃষির উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে এবং মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে।

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র ও লাইব্রেরি স্থাপন করে। তাছাড়া সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার নিবন্ধীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিত করণেও ভূমিকা রাখে। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প স্থাপন ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা এবং এ ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করে।

পরিশেষে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ ইনসান সাহেব বাংলাদেশের একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানের আরও ৯ জন নির্বাচিত সাধারণ সদস্য এবং ৩ জন নির্বাচিত মহিলা সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ৫ বছর। *[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুড়িগ্রাম। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. স্থানীয় শাসন কাকে বলে? ১

খ. স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্থানীয় উন্নয়নে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি মূল্যায়ন করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থানীয় শাসন বলতে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারি কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়।

খ স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

স্থানীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা। আর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারি কর্মকর্তাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। অন্যদিকে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নির্বাচিত কর্মকর্তাদের লক্ষ্য হলো জনগণের কল্যাণ সাধন করা।

গ উদ্দীপকে গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট। প্রাথমিক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে এটিই স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ভিত্তিরূপে গড়ে ওঠে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪,৫৫৪টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে।

ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত

teachingbd24.com

করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন পুরুষ সদস্য, তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন করে মহিলা সদস্য এবং সমগ্র ইউনিয়ন থেকে একজন চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ, ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে। পরিষদের সার্বক্ষণিক দাপ্তরিক কাজ করেন সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও বেতনভুক্ত একজন সেক্রেটারি। উদ্দীপকের ইনসান সাহেব একটি সংস্থার নির্বাচিত প্রধান। তার সংস্থায় তিনিসহ মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন। তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সেক্রেটারি কর্মরত আছেন। সুতরাং বলা যায়, ইনসান সাহেবের এ সংস্থাটির সাথে ইউনিয়ন পরিষদের গঠনের মিল রয়েছে।

গ উদ্দীপকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা মূল্যায়ন করা হলো—

জনকল্যাণমূলক কাজ: জনকল্যাণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট নির্মাণ ও তাদের তত্ত্বাবধান, খেলাধুলার মাঠ নির্মাণ ও মেরামত, রাস্তা ঘাটে আলোর ব্যবস্থা, গোরস্থান, শ্মশান, বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য কূপ, নলকূপ স্থাপন করে থাকে ইউনিয়ন পরিষদ।

শান্তিরক্ষা-সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়নের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ এবং গ্রামীণ পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

বিচার -সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সালিশি আদালত হিসেবে কাজ করে।

রাজস্ব-সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় কর ধার্য ও আদায় এবং সরকারকে বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সাহায্য করে থাকে।

বিনোদনমূলক কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নে মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠান, খেলাধুলার সরঞ্জাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করে থাকে।

এ ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত, শিক্ষা সংক্রান্ত, সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার, নিবন্ধীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

উক্ত আলোচনার শেষে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ সিদ্দিক বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অধীনে একটি পরিষদের প্রধান। তার সাথে আরও নয়জন পুরুষ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। সাথে আরও নির্বাচিত হয়েছেন তিনজন নারী সদস্য। তাদের সহায়তার জন্য রয়েছেন একজন সরকারি কর্মচারি। তাদের পরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছর। *[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং-৮]*

ক. সিটি কর্পোরেশনের কার্যকাল বা মেয়াদ কত বছর? ১

খ. নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় NGO-এর ভূমিকা কীরূপ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব সিদ্দিক স্থানীয় সরকারের কোন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বাংলাদেশের উন্নয়ন কাজে উক্ত পরিষদ অনেক কার্য সম্পাদন করে থাকে'— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিটি কর্পোরেশনের কার্যকাল ৫ বছর।

খ বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নে NGO-এর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নারীর উন্নয়নে তারা জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে নারীদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করছে। এছাড়া শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণে কাজ করা, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর প্রতি বিরূপ মনোভাব নিরসনে সামাজিক প্রচারণা, নারী নির্যাতন বন্ধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, যৌন হয়রানি বন্ধ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। শিশুদের শিক্ষার জন্যও NGO নানা উদ্যোগ নিয়ে থাকে। যেমন- প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্কুল প্রতিষ্ঠা, শিশুদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ইত্যাদি।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ'-এর প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ'-এর প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৫ জনাব শিপন তাঁর নিজ এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের প্রধান জনপ্রতিনিধি। তিনি আরও ১২ জন নির্বাচিত অধীনস্থ প্রতিনিধি নিয়ে স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং অভাব অভিযোগ ও চাহিদা পূরণ করে থাকেন। *[আপেক্ষা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেড়া, পাবনা। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. স্থানীয় সরকার কী? ১

খ. কোরাম বলতে কী বুঝ? ২

গ. জনাব শিপন যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান তার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠান স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় এলাকার অভাব ও চাহিদা পূরণ করে। উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থানীয় সরকার বলতে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

খ যে পরিমাণ সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ পরিচালনা করা যায় তাকে কোরাম বলা হয়।

কোরাম শব্দের অর্থ ন্যূনতম উপস্থিতি সংখ্যা। বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ পরিচালনা করা হয়। সংসদের অধিবেশন চলাকালে উপস্থিত সদস্য সংখ্যা যদি ৬০ জনের চেয়ে কম হয় এবং সে মর্মে যদি স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে ৬০ জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত স্পিকার অধিবেশন স্থগিত রাখবেন বা সংসদ মুলতবি ঘোষণা করবেন।

গ জনাব শিপন যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান তা হলো ইউনিয়ন পরিষদ।

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট। ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। এর সদস্য সংখ্যা চেয়ারম্যানসহ মোট ১৩ জন। প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন পুরুষ সদস্য, তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন করে মহিলা সদস্য এবং সমগ্র ইউনিয়ন থেকে একজন চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। পরিষদের সার্বক্ষণিক দাপ্তরিক কাজ করেন সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও বেতনভুক্ত একজন সেক্রেটারি।

ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামাঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠন করে। এ সংস্থাটি ইউনিয়নে কর্মরত রাজস্ব কর্মকর্তাদের কর আদায় ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করে। ছোটখাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারকাজও ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণার্থে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজও করে। এছাড়া জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও দুর্যোগের সময় সেবামূলক কাজ করে। আবার বৃক্ষরোপণ, কৃষি-শিল্পের উন্নয়ন সাধন, বিনোদন ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন ধরনের কাজও ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে।

ঘ উক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলাকার অভাব ও চাহিদা পূরণ করে- উক্তিটি যথার্থ।

স্থানীয় সমস্যার সমাধান এবং জনগণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত সংস্থা ইউনিয়ন পরিষদ।

Teachingbd24.com

ইউনিয়ন পরিষদ জনকল্যাণমূলক অনেক কাজ করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট সংস্কার করে। জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা, পাঠাগার স্থাপন, পার্ক, উদ্যান ও খেলার মাঠ নির্মাণ, কুটির শিল্প, গ্রামীণ শিল্প এবং দুঃস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্যে ছোটখাটো বিবাদের মীমাংসা করে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরো গতিশীল করার জন্য কৃষি, বন, মৎস্য, প্রাণিসম্পদসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী পুরুষের সমতা বিধানে ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় জনগণের অভাব ও চাহিদা পূরণে সচেষ্ট থাকে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব সাজিদউল্লাহ একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত। তার প্রতিষ্ঠানটি ১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন সাধারণ সদস্য এবং ৩ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য নিয়ে গঠিত। *[নীলফামারী স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. বাংলাদেশে মোট কয়টি সিটি কর্পোরেশন আছে? ১

খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রয়োজন কেন? ২

গ. জনাব সাজিদউল্লাহর প্রতিষ্ঠানটির নাম কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণ সুশাসন নিশ্চিত করে। বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে মোট ১১টি সিটি কর্পোরেশন আছে।

খ আধুনিককালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে রাষ্ট্রের বিশাল আয়তন ও বিপুল জনসংখ্যার কারণে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রাষ্ট্রের সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন এলাকায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন স্থানীয় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার ঘটায়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকায় তাদের মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা সৃষ্টি হয় ও বিকাশ ঘটে। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে তারা বৃহত্তর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে জনাব সাজিদউল্লাহর স্থানীয় প্রশাসনের মোট সদস্য হলো ১৩ জন। চেয়ারম্যান ১ জন, ৯ জন সদস্য আর ৩ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য। এসব বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করে বলা যায়, জনাব সাজিদউল্লাহর প্রতিষ্ঠান হলো ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ও আদিম স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এ দেশের যেকোনো গ্রামবাসী ইউনিয়ন পরিষদের সাথে পরিচিত। পল্লি এলাকার নিরীহ মানুষের খুব কাছের প্রতিষ্ঠান হলো এ ইউনিয়ন পরিষদ। এটি গ্রামীণ জনগণের সুখ-দুঃখের সাথী এবং দুর্দিনের কাণ্ডারি। সাধারণত গড়ে ১০ থেকে ১৫টি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। প্রতিটি ইউনিয়নে থাকে ৯টি ওয়ার্ড, যেখান থেকে ১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন সাধারণ সদস্য ও ৩টি ওয়ার্ড থেকে ১ জন করে মোট ৩ জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন। এরা সবাই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

ঘ উদ্দীপকের জনাব সাজিদউল্লাহ ইউনিয়ন পরিষদের একজন নির্বাচিত সদস্য।

ইউনিয়ন পরিষদ হলো গ্রামীণ জীবনের পথ প্রদর্শক। বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সর্বনিম্ন স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। এটি পল্লি এলাকার জনগণের খুব কাছের প্রতিষ্ঠান। এটি ইউনিয়নের আওতাধীন এলাকার স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন ও সমস্যা সমাধানের দায়িত্বে নিয়োজিত। ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের অংশগ্রহণ সুশাসন নিশ্চিত করে। উদ্দীপকের এ উক্তিটি যথার্থ। কারণ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের কোন বিকল্প নেই।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের ফলে জনগণের মধ্যে সুনাগরিকতার গুণাবলির বিকাশ ঘটে। ফলে জনগণের মধ্য সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, আত্মসংযম, পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলি বিকশিত হয়। ভোটদানের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। ইউনিয়ন পরিষদে সঠিক ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের জন্য এবং ভণ্ড ও দালাল প্রকৃতির অপতৎপরতা বন্ধে স্থানীয় জনগণকে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে সার্বিকভাবে ভূমিকা পালন করতে হয়। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চতকরণ, সমস্যার প্রকৃতি নির্বাচন ও সমাধানের পথনির্দেশ, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র নিশ্চিতকরণ, দেশপ্রেম সৃষ্টি ও অসাম্প্রদায়িকতা নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। যা ইউনিয়ন পরিষদের সুশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ মোবারক সাহেব গ্রামে বাস করে। তিনি কয়েক বছর আগে একটি স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনে ভোট প্রদান করেন। যে পরিষদটি ১৩ জন নির্বাচিত জন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। উক্ত পরিষদটির মূল লক্ষ্য হলো স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে গ্রাম বা পল্লির জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটানো। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রধানের পদবি কী? ১

খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মোবারক সাহেব যে স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন তার গঠন ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।' উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রধানের পদবি হলো চেয়ারম্যান।

খ সৃজনশীল ১ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের মোবারক সাহেব ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন।

১৯৭৬ সালের বাংলাদেশ স্থানীয় শাসন অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত প্রতি ইউনিয়নে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়।ইউনিয়নের প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ১ জন চেয়ারম্যান, প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে মোট ৯ জন সদস্য এবং তিনটি ওয়ার্ডে একজন করে নয়টি ওয়ার্ড থেকে ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত তিনজন মহিলা সদস্যসহ মোট ১৩ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ কাজ করে। ইউনিয়ন পরিষদের মৌলিক কাজের মধ্যে রয়েছে গ্রামাঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এ সংস্থাটি ইউনিয়নে কর্মরত রাজস্ব কর্মকর্তাদের কর আদায় ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করে। সরকারের নীতি বা কর্মসূচি জনগণকে জানানোও ইউনিয়ন পরিষদের কাজ। ইউনিয়নে কোনো অপরাধ ঘটলে এ প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো এবং ছোটখাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারকাজও ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে।

ঘ গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ— উক্তিটি যথার্থ।

গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন। জনপ্রতিনিধিরাই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকেন। জনপ্রতিনিধিদের তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। কেননা গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্যই হলো জনগণের

teachingbd24.com

জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। অপর দিকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অর্থ হলো কোন নির্দিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের জন্য জনগণের নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এদিক থেকে গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।

লর্ড ব্রাইস বলেছেন, 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন হলো গণতন্ত্রের সুতিকাগার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের যথাযথ অনুশীলন হলো গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম রক্ষাকবচ।' স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে গণতন্ত্রের চর্চার ফলেই নাগরিকগণ বৃহৎ পরিসরে গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ পায়। বাংলাদেশে নাগরিকগণ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্রের চর্চা করে থাকে।

সুতরাং বলা যায় গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

প্রশ্ন ▶ ২৮ ইফা ও তিশা ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ইফা গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়াশোনা করে। অপরদিকে মিশার বাবা চাকরিজীবী হওয়ার কারণে বর্তমানে সে শহরে একটি মাধ্যমে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। ইফা একটি চিঠিতে তার শহুরে বান্ধবী তিশাকে বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলির কথা জানায়। সে তিশাকে লিখে-'গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব বিকাশের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তিশা ইফার চিঠি থেকে উপলব্ধি করে ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফল। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা কত? ১

খ. প্রশাসনিক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের অবস্থান ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ইফা তার লিখিত চিঠিতে ইউনিয়ন পরিষদের যে কার্যাবলির কথা উল্লেখ করেছে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ইফার চিঠি থেকে তিশার উপলব্ধি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ৪,৫৫৪টি।

খ বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক পর্যায়ের সর্বনিম্নে অবস্থিত।

গ্রামীণ জনগণের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের মতো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। এ আইন অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। ৯ জন নির্বাচিত সদস্য, ১ জন চেয়ারম্যান ও ৩ জন মহিলা সদস্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হন। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের দাপ্তরিক কাজ পরিচালনার জন্য একজন সরকারি বেতনভুক্ত সচিব নিযুক্ত থাকেন।

গ উদ্দীপকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি মূল্যায়ন করা হলো-

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় উন্নয়নে যেসব কাজ করে তা নিম্নরূপ:

১. **জনকল্যাণমূলক কাজ:** জনকল্যাণের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ ও তাদের তত্ত্বাবধান, খেলাধুলার মাঠ নির্মাণ ও মেরামত, রাস্তা ঘাটে আলোর ব্যবস্থা, গোরস্থান, শ্মশান, বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য কূপ, নলকূপ স্থাপন করে থাকে ইউনিয়ন পরিষদ।

২. **শান্তিরক্ষা-সংক্রান্ত কাজ:** ইউনিয়নের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ এবং গ্রামীণ পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

৩. **বিচার-সংক্রান্ত কাজ:** ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সালিশি আদালত হিসেবে কাজ করে।

৪. **রাজস্ব-সংক্রান্ত কাজ:** ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় কর ধার্য ও আদায় এবং সরকারকে বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সাহায্য করে থাকে।

৫. **বিনোদনমূলক কাজ:** ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নে মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠান, খেলাধুলার সরঞ্জাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করে থাকে।

গ্রামীণ পর্যায়ের নাগরিকগণ ইউনিয়ন পরিষদে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারি কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে এবং নেতৃত্বের বিকাশ লাভ করে।

উক্ত আলোচনার শেষে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপক অনুযায়ী ইফার চিঠি থেকে তিশার উপলব্ধি "ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফল" ছিল যথাযথ।

আধুনিককালে রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা বিশাল এবং বিপুল বিধায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রাষ্ট্রের সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে কোনো এলাকার সমস্যা স্থানীয় সরকারই ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং সে অনুযায়ী সমাধানের ব্যবস্থাও দ্রুততার সাথে গ্রহণ করত পারে। তাই সরকারের জন্য প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ আবশ্যক হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফল হিসেবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ধারণার উদ্ভব। এই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন-২০০৯ অনুযায়ী বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। এ আইন অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডে ১ জন করে মোট ৯ জন নির্বাচিত সদস্য এবং প্রতি ৩টি ওয়ার্ড থেকে ১ জন করে মোট ৩ জন মহিলা সদস্য থাকেন। সমগ্র ইউনিয়ন থেকে ১ জন চেয়ারম্যান নিয়ে মোট ১৩ সদস্যের ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। এ ইউনিয়ন পরিষদ একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় জনগণের কল্যাণে নানা কর্মসূচি পালন করে থাকে। প্রসঙ্গত, ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন স্তর।

উপরোক্ত আলোচনার থেকে এ কথা বলা যায়, ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফল। সুতরাং উদ্দীপকে তিশার উপলব্ধি ছিল যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৯ স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য 'ক' নামক একটি সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা সংস্থাটি পরিচালিত হয়। এ সংস্থার সদস্যগণ স্থানীয় বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। অন্যদিকে ঐ এলাকায় সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে 'খ' নামক আরেকটি সংস্থা। এ সংস্থার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিয়োগ দিয়ে থাকে।

[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৫]

ক. পৌরসভার নির্বাচিত প্রধানের পদবী কী? ১

খ. বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার দুটি মূলনীতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' নামক সংস্থাটি স্থানীয় পর্যায়ে কী ধরনের শাসনকে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' সংস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরসভার নির্বাচিত প্রধানের পদবি হলো পৌর মেয়র।

খ বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার ৪টি মূলনীতি রয়েছে। তন্মধ্যে ২টি মূলনীতির ব্যাখ্যা হলো—

১. বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

২. ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে। এখানে জনগণের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্মের অপব্যবহার বিলোপ করা হবে। এ দেশের প্রত্যেক নাগরিক তার নিজস্ব ধর্ম পালন, চর্চা ও প্রচার করতে পারবে।

গ সৃজনশীল ৮ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০ ফয়সাল মল্লিক একটি সংস্থার নির্বাচিত প্রধান। তাঁর সংস্থায় তিনিসহ মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন। তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সেক্রেটারি কর্মরত আছেন। *[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল হয়? ১

খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ফয়সাল মল্লিক কোন ধরনের সংস্থার প্রধান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থা গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।

খ মৌলিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায় যা ব্যতীত নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়।

মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য যে সকল অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎ হয় সেগুলোই মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। মৌলিক অধিকার ব্যতীত সভ্য জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ তাদের শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত থাকে। গণতান্ত্রিক সমাজের মূলভিত্তি হলো মৌলিক অধিকার।

গ উদ্দীপকের ফয়সাল মল্লিক গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান।

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট। প্রাথমিক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে এটিই স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ভিত্তিরূপে গড়ে ওঠে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪,৫৫৪টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে। ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন পুরুষ সদস্য, তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন করে মহিলা সদস্য এবং সমগ্র ইউনিয়ন থেকে একজন চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে। পরিষদের সার্বক্ষণিক দাপ্তরিক কাজ করেন সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও বেতনভুক্ত একজন সেক্রেটারি। উদ্দীপকের ফয়সাল মল্লিক একটি সংস্থার নির্বাচিত প্রধান। তার সংস্থায় তিনিসহ মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন। তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সেক্রেটারি কর্মরত আছেন। ফয়সাল মল্লিকের এ সংস্থাটির সাথে ইউনিয়ন পরিষদের গঠনের মিল রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ফয়সাল মল্লিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান তথা চেয়ারম্যান।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থা অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— বক্তব্যটি সঠিক।

গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তথা জনপ্রতিনিধি তৈরি করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যাপক কাজ পরিচালনা করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করে। কৃষির উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে এবং মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে। ময়লা আবর্জনা ফেলা, প্রাণী জবাই, গবাদি পশুর গোসল, ময়লা কাপড়-চোপড় ধোয়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র ও লাইব্রেরি স্থাপন করে। তাছাড়া সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার, নিবন্ধীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিত করণেও ভূমিকা রাখে। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প স্থাপন ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা এবং এ ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করে। নিজ অফিসের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য ও আদায় এবং বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সরকারকে সহায়তা করে। জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ রেজিস্টার এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে। বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুঃস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে। সর্বোচ্চ পাঁচ (০৫) হাজার টাকা মূল্যের দেওয়ানি ও ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচারও ইউনিয়ন পরিষদ করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ জনাব মেহেরুন নেছা টেকনাফ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা। তার এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন পরিকল্পনার কারণে তিনি বেশ জনপ্রিয়। তাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করেন ঐ এলাকার উপজেলা পরিষদ। তারা জনগণের দাবীগুলোকে সরকারের নিকট উপস্থাপন করে থাকে। উভয়ের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ উপকৃত হতে পারে। *[জয়চাঁদপুর মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি করে স্বাক্ষরিত হয়? ১

খ. পৌরসভার গঠন বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তার কাজ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত শাসন কিভাবে জনগণের উপকার করতে পারে— ব্যাখ্যা কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর।

খ বাংলাদেশের শহরকেন্দ্রিক একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হলো পৌরসভা।

পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা নির্ধারিত হয় শহরের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ পৌরসভায় সাধারণত ১৮টি ওয়ার্ড থাকে। সমগ্র পৌর এলাকা থেকে একজন মেয়র, প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে একজন কাউন্সিলর এবং প্রতি তিনটি ওয়ার্ড থেকে একজন সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। পৌরসভার কাজ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য একজন নির্বাহী কর্মকর্তা থাকেন।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কথা বলা হয়েছে সেটি হলো উপজেলা পরিষদ। উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি নিম্নরূপ—

১. পাঁচসালা ও বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি।
২. পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং কার্যসমূহের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা।
৩. ই-গভর্ন্যান্স চালু ও উৎসাহিতকরণ।
৪. উপজেলার সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা বিষয় পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন জেলার আইনশৃঙ্খলা কমিটিসহ নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা।
৫. সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৬. জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ।
৭. উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান করা।
৮. ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৯. সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান ও তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করা।

ঘ উদ্দীপকে স্থানীয় শাসন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে যথাক্রমে উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলা পরিষদের কথা বলা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয় বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর হিসেবে উপজেলা প্রশাসন কেন্দ্রীয় প্রশাসনের গৃহীত নীতিমালা, কর্মসূচি ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করে। বাস্তবিকপক্ষে, উপজেলা প্রশাসন ব্যবস্থা স্থানীয় জনগণের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। গ্রামীণ জনগণের অভাব-অভিযোগ ও নানাবিধ সমস্যার সমাধানে উপজেলা প্রশাসন সরাসরিভাবে ভূমিকা রাখে। উপজেলার জরুরি কর্তব্য পালনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার একজন সেবক হিসেবে জনগণের পাশে এসে দাঁড়ান। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী ও অন্যান্য বিপর্যয়ের মুহূর্তে তিনি ত্রাণ সাহায্য সংক্রান্ত কর্তব্যকর্মে যোগদান করেন এবং খাদ্যসহ মজুদ ত্রাণসামগ্রী গ্রহণ এবং সেগুলো বণ্টনের গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

অপরদিকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের প্রধান বা মৌলিক কাজগুলো হলো— ১. প্রশাসন ও সংস্থাপন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরিচালনা, ২. জনশৃঙ্খলা রক্ষা, ৩. জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পর্কিত সেবা প্রদান এবং ৪. স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। এ সমস্ত মৌলিক বিষয়াবলির ওপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদও উপজেলা প্রশাসনের ন্যায় সর্বদা জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলা পরিষদ উভয়ই জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান।

প্রশ্ন ▶ ৩২ জনাব রহমত আলী ও জনাব নুরুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তারা দুজনই ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গত বছর তারা দলীয় প্রতীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে দুটি ভিন্ন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। ছোট একটি শহরের জনপ্রতিনিধি হিসেবে রহমত আলী স্থানীয় বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকেন। অপরদিকে জনাব নুরুজ্জামানের প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য হলো পল্লীর জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধন করে জনসেবা করা এবং স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ সাধন করা।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৮]

ক. কোরাম কী? ১
খ. স্থানীয় সরকার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের জনাব রহমত আলীর প্রতিষ্ঠানটি কীভাবে গঠিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. স্থানীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে জনাব নুরুজ্জামানের প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নির্দিষ্ট সংখ্যক সংসদ সদস্য সংসদে উপস্থিত থাকলে সংসদের কার্যক্রম শুরু করা যায় তাকে কোরাম বলে।

খ সৃজনশীল ৩ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের জনাব রহমত আলীর প্রতিষ্ঠানটি হলো— পৌরসভা। নিম্নে পৌরসভার গঠন প্রণালী আলোচনা করা হলো—

পৌরসভা হচ্ছে শহরের জনগণের স্থানীয় সমস্যাগুলোর সমাধান এবং উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। প্রতিটি পৌরসভাকে কতগুলো ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা নির্ধারিত হয় শহরের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে। একজন মেয়র, কয়েকজন কাউন্সিলর ও সরকার কর্তৃক মনোনীত কয়েকজন মহিলা কাউন্সিলর নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। মেয়র ও কাউন্সিলরগণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। প্রত্যেক ওয়ার্ড হতে একজন কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। প্রতি তিনটি ওয়ার্ড হতে সংরক্ষিত আসনে একজন মহিলা কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। একটি পূর্ণাঙ্গ পৌরসভায় সাধারণত ১৮টি ওয়ার্ড থাকে। সে হিসেবে পৌরসভার মোট সদস্য সংখ্যা হলো: একজন মেয়র, আঠারো জন কাউন্সিলর, ছয়জন মহিলা কাউন্সিলরসহ মোট ২৫ জন। পৌরসভার মনোনীত মহিলা কাউন্সিলর কোনোক্রমেই নির্বাচিত কাউন্সিলদের মোট সংখ্যার দশভাগের এক অংশের বেশি হবে না। পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলরদের কার্যকালের মেয়াদকাল পাঁচ বছর।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্ত প্রতিষ্ঠান বলতে পল্লি পর্যায়ের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা 'উপজেলা পরিষদ'কে বোঝানো হয়েছে।

উপজেলা পরিষদ আমাদের দেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। স্থানীয় সমস্যা সমাধানে এ প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন—

১. স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নের জন্য পাঁচসালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।
২. আন্তঃইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
৩. স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
৪. ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নির্দেশনা অনুসারে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের ব্যবস্থা করা।
৫. জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ।
৬. স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।
৭. উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষার প্রসার নিশ্চিত করা।
৮. ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন।
৯. বেসরকারিভাবে মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ এবং যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।
১০. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য নিজ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন।

অতএব, উল্লিখিত বিষয়গুলো থেকে এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়, স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যার সমাধানকল্পে উপজেলা পরিষদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ রফিক গ্রামে বাস করে। সে এ বছর একটি স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছে। এ পরিষদটি গঠিত হয়েছে একজন নির্বাচিত প্রধান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। এ পরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছর।

[সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]

Teachinbdx.com

ক. NGO-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. স্থানীয় উন্নয়নে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি মূল্যায়ন করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NGO-এর পূর্ণরূপ হলো— Non Government Organization।

খ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক জনগণের স্বশাসনকে বোঝায়।
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয় না। এর প্রতিনিধিগণ এলাকার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এরা নিজ নিজ এলাকার জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।
ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট। প্রাথমিক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে এটিই স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ভিত্তিরূপে গড়ে ওঠে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪,৫৫৪টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে। ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন পুরুষ সদস্য, তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন করে মহিলা সদস্য এবং সমগ্র ইউনিয়ন থেকে একজন চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে। এ পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর। পরিষদের সার্বক্ষণিক দাপ্তরিক কাজ করেন সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও বেতনভুক্ত একজন সেক্রেটারি। উদ্দীপকের রফিক যে স্থানীয় পরিষদে ভোট দিয়েছে, তা উপরোল্লিখিত সকল বৈশিষ্ট্য বহন করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থা অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তথা জনপ্রতিনিধি তৈরি করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যাপক কাজ পরিচালনা করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করে। কৃষির উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে এবং মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে। ময়লা আবর্জনা ফেলা, প্রাণী জবাই, গবাদি পশুর গোসল, ময়লা কাপড়-চোপড় ধোয়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র ও লাইব্রেরি স্থাপন করে। তাছাড়া সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার নিবন্ধীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিত করণেও ভূমিকা রাখে। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প স্থাপন ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা এবং এ ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করে। নিজ অফিসের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য ও আদায় এবং বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সরকারকে সহায়তা করে। জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ রেজিস্টার এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে। বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে। সর্বোচ্চ পাঁচ (০৫) হাজার টাকা মূল্যের দেওয়ানি ও ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচারও ইউনিয়ন পরিষদ করতে পারে। সার্বিকভাবে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ নাসিম গ্রামে বাস করে। সে এ বছর একটি স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছে। এ পরিষদটি গঠিত হয়েছে একজন নির্বাচিত প্রধান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। এ পরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছর।
[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]

ক. NGO-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ৩
ঘ. স্থানীয় উন্নয়নে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি মূল্যায়ন কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NGO-এর পূর্ণরূপ হলো Non-Government Organization।

খ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক জনগণের স্বশাসনকে বোঝায়।
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয় না। এর প্রতিনিধিগণ এলাকার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এরা নিজ নিজ এলাকার জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে গ্রামকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
গ্রামকেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক পর্যায়ের সর্বনিম্নে অবস্থিত। গ্রামীণ জনগণের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের মতো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯ জন নির্বাচিত সদস্য এবং ৩ জন নির্বাচত মহিলা সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত।
উদ্দীপকে দেখা যায়, নাসিম গ্রামে বাস করে। সে এ বছর একটি স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯ জন নির্বাচিত সদস্য এবং ৩ জন নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। এ থেকে বোঝা যায় উদ্দীপকের পরিষদটি ইউনিয়ন পরিষদকে নির্দেশ করে। কারণ ইউনিয়ন পরিষদ হলো গ্রামকেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং এর মোট সদস্য সংখ্যা ১৩ জন। তাই বলা যায় উদ্দীপকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ স্থানীয় উন্নয়নে উক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তথা জনপ্রতিনিধি তৈরি করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যাপক কাজ পরিচালনা করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ ও

রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করে। কৃষির উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে এবং মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে।

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র ও লাইব্রেরি স্থাপন করে। তাছাড়া সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার নিবন্ধীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিত করণেও ভূমিকা রাখে। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প স্থাপন ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা এবং এ ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ আশরাফের মামা গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের একটি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। এ প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে তিনি ও আরো দু'জন ভাইস চেয়ারম্যান জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। গ্রামীণ উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। এজন্য প্রয়োজন ধারাবাহিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা। *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. ওয়ার্ড সভা কী? ১

খ. ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জনগণ কীভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে? ২

গ. উদ্দীপকের আশরাফের মামা যে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান তার গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. গ্রামীণ উন্নয়নে উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন-২০০৯ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের অধীনস্ত ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউনিয়ন মেম্বার এর সভাপতিত্বে গঠিত সভাকে ওয়ার্ড সভা বলা হয়।

খ ইউনিয়ন পরিষদ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সাধারণ জনগণ অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন গড়ে নিজেদের সুসংগঠিত করে তুলতে পারে এবং নিজেদের সমস্যা সমাধানকল্পে ইউনিয়ন পরিষদে আলাপ-আলোচনা করতে পারে।

সাধারণ জনগণ ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ যেমন- রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ, জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা, পাঠাগার স্থাপন, পার্ক, উদ্যান ও খেলার মাঠ নির্মাণ, কুটির শিল্প, গ্রামীণ শিল্প এবং দুস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসন করতে পারে। এছাড়া সাধারণ জনগণ স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় নেতৃত্ব দ্বারা স্বশাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

গ উদ্দীপকের আশরাফের মামা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। নিচে উপজেলা পরিষদের গঠন তুলে ধরা হলো—

১. উপজেলার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে একজন চেয়ারম্যান, একজন পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান ও একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন।

২. উপজেলার অন্তর্গত সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সদস্য হবেন।

৩. উপজেলার অন্তর্গত পৌরসভার (যদি থাকে) মেয়র বা দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র সদস্য হবেন।

৪. উপজেলার অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা কাউন্সিলর কর্তৃক নির্বাচিত সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ এর সদস্য হবেন।

এছাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (UNO) উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে কাজ করবেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য উপজেলা পরিষদের সম্মানিত উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন। উপজেলা পরিষদের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর।

ঘ গ্রামীন উন্নয়নে উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ উপজেলা পরিষদের ভূমিকা অপরিসীম। নিচে গ্রামীণ উন্নয়নে উপজেলা পরিষদের ভূমিকা তুলে ধরা হলো-

১. স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নের জন্য পাঁচসালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।

২. আন্তঃইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণা-বেক্ষন করা।

৩. স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৪. ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নির্দেশনা অনুসারে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের ব্যবস্থা করা।

৫. জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ।

৬. স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

৭. উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষার প্রচার নিশ্চিত করা।

৮. ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন।

৯. বেসরকারিভাবে মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ এবং যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

১০. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য নিজ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, গ্রামীণ উন্নয়নে স্থানীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকারী উপজেলা পরিষদের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ করিম বাংলাদেশের একটি গ্রামে বাস করে। একটি স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনে সে ভোট প্রদান করেছে। এ পরিষদটি একজন চেয়ারম্যান, নয়জন সদস্য এবং তিনজন মহিলা সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। এরা সকলেই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করেন। *[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ১

খ. সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন স্থানীয় পরিষদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে তুমি কী মনে কর উক্ত সংস্থা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে? যুক্তি দাও। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত এলাকাভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার বলা হয়।

খ যখন ধর্ম-বর্ণ, ধনী-নির্ধন, নারী-পুরুষ, গুণ বা উপযুক্ততা নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া হয়, তখন তাকে সর্বজনীন ভোটাধিকার বলা হয়।

সর্বজনীন ভোটাধিকার আধুনিক গণতন্ত্রের আদর্শ। বাংলাদেশে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে সর্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি মেনে চলা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২২ নং অনুচ্ছেদে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের কথা বলা হয়েছে।

teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তরের প্রশাসন। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। ইউনিয়নের ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ১ জন চেয়ারম্যান, প্রতি ওয়ার্ড হতে একজন করে মোট ৯ জন সদস্য এবং তিনটি ওয়ার্ডে একজন করে নয়টি ওয়ার্ড থেকে ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত তিনজন মহিলা সদস্যসহ মোট ১৩ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে থাকে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, করিম গ্রামে বাস করে এবং একটি স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছে। এ পরিষদ ১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন পুরুষ এবং ৩ জন নারী সদস্য নিয়ে গঠিত এবং তারা সবাই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। এ পরিষদ গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে। এ থেকে বুঝা যায় উদ্দীপকের স্থানীয় পরিষদের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের মিল রয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উক্ত সংস্থা অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।
ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প স্থাপন ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা এবং এ ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করে। নিজ অফিসের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য ও আদায় এবং বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সরকারকে সহায়তা করে। কৃষির উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে এবং মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে। পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে পুকুর এবং দীঘিতে জনসাধারণের ময়লা আবর্জনা ফেলা, ময়লা কাপড়-চোপড় ধোয়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। পানি সরবরাহের জন্য কূপ, নলকূপ, পুকুর ও দীঘি খনন এবং সংরক্ষণ করে। শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষতা দূরীকরনের জন্য দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র ও লাইব্রেরি স্থাপন করে।
উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জনাব জামিল সাহেব নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পূর্বে নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি করেছিলেন জনগণের নিকট। কিন্তু বিজয়ী হওয়ার পর তিনি তার অঙ্গীকার পূরণের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছেন। জনগণের যে মূল্যবান ভোটের কারণে তিনি ক্ষমতা পেলেন তাদের কথা ভুলে গিয়ে তিনি কেবল নিজের স্বার্থ আদায়ে গুরুত্ব প্রদান করলেন। *[ঢাকা কলেজ। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. ইউনিয়ন পরিষদ কত জন সদস্য নিয়ে গঠিত? ১
খ. স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২
গ. জনাব জামিল সাহেবের বিজয়লাভে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব জামিল সাহেবের দায়িত্বহীনতা স্থানীয় সরকারের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইউনিয়ন পরিষদ ১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।

খ স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। স্থানীয় শাসন ও স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
স্থানীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা। আর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারি কর্মকর্তাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। অন্যদিকে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নির্বাচিত কর্মকর্তাদের লক্ষ্য হলো জনগণের কল্যাণ সাধন করা।

গ ইউনিয়ন পরিষদের নাগরিকগণ ভোট প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদে অংশগ্রহণ করে। যেমনটি উদ্দীপকে বর্ণিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়রাম্যান জামিল সাহেবকে ভোট প্রদানের মাধ্যমে জয়ী করে অংশগ্রহণ করেছে। জনাব জামিল সাহেব চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আগে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেন জনসম্মুখে। কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভ করার পর তিনি অঙ্গীকারের কথা ভুলে গিয়ে নিজ স্বার্থ আদায়ে তৎপর হয়ে ওঠেন।
উদ্দীপকে উল্লিখিত চেয়ারম্যান জামিল সাহেব নাগরিকদেরকে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের মন জয় করেছিলেন এবং তাদের ভোট আদায় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর তিনি জনস্বার্থকে উপেক্ষা করেন। জামিল সাহেব পাঁচ বছরের জন্য চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। পাঁচ বছর পরে তাকে যে পুনরায় ভোটের জন্য নাগরিকদের কাছে যেতে হবে এ বিষয়টি তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন। যে নাগরিকরা তাকে ভোট দিয়ে চেয়ারম্যান বানিয়েছেন পরবর্তী নির্বাচনে তারাই তাকে ভোট না দিয়ে পরাজিত করবেন।
সুতরাং আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকের জামিল সাহেবকে ভোট দেয়ার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের জনগণ তার জয় লাভে অংশগ্রহণ করলেও তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়নি।

ঘ জামিল সাহেব চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর যে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন তার দ্বারা স্থানীয় সরকারের উদ্দেশ্য পূরণ হবে না বলে আমি মনে করি।
উদ্দীপকে একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত এবং স্থানীয় সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। এ ধরনের ব্যবস্থায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকাই মুখ্য। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারগুলো যদি তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করে তবে স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যাগুলো সহজেই সমাধান করা সম্ভব হয়। ফলে স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। এতে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ হ্রাস পায়। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব বিকশিত হয় এবং স্থানীয় লোকজনের রাজনৈতিক শিক্ষা ও চেতনা বৃদ্ধি পায়। গ্রাম বা পল্লির জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। স্ব-শাসন বা সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। জবাবদিহিমূলক স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। গণসচেতনতার বিকাশ ঘটে। সর্বোপরি গণতন্ত্র চর্চার পথ সুগম হয়।
কিন্তু উদ্দীপকের জামিল সাহেবের দায়িত্বহীনতা গণতন্ত্র চর্চার পরিবর্তে বরং স্বৈরতন্ত্রকে উস্কে দিবে। ফলে স্থানীয় উন্নয়ন ব্যাহত হবে। উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, জনাব জামিল সাহেবের দায়িত্বশীলতা স্থানীয় সরকারের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে না।

Teachinbd247.com

ষষ্ঠ অধ্যায়: স্থানীয় শাসন

★★ বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন কাঠামো

১. স্থানীয় শাসন কাঠামোর সর্বশেষ স্তর কী? [জ্ঞান]
ক বিভাগীয় প্রশাসন খ জেলা প্রশাসন
গ থানা প্রশাসন ঘ উপজেলা প্রশাসন **ঘ**

২. 'স্থানীয় সরকার বলতে আমরা বুঝি যে, সরকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় অবস্থান করে এবং কিছু অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে' উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক জন ক্লার্ক
খ হেনরি মেডিক
গ জি. ডি. এইচ কোল
ঘ ডব্লিউ. সি. রবসন **গ**

৩. কোন সরকারের নির্দেশে স্থানীয় সরকার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে? [ঢি বো ১৫]
ক কেন্দ্রীয় সরকার খ জেলা প্রশাসন
গ উপজেলা প্রশাসন ঘ জাতীয় সংসদ **ক**

৪. গ্রাম ও শহর অঞ্চলের স্থানীয় সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের শাসনকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক স্বায়ত্তশাসন খ স্থানীয় শাসন
গ স্ব-শাসন ঘ সামরিক শাসন **খ**

৫. 'যদি কোনো স্থানীয় সংস্থা অন্যান্য সংস্থা হতে ভিন্নভাবে শাসন পরিচালনা করার ক্ষমতা ভোগ করে তাহলে সেই শাসনব্যবস্থাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলে।'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক ই এম হোয়াইট খ ই এল হ্যালজাক
গ এ ভি ডাইসি ঘ লর্ড ব্রাইস **খ**

৬. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় কীসের মাধ্যমে? [অনুধাবন]
ক ধর্ম খ প্রথা
গ আইন ঘ সম্পদ **গ**

৭. ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে জেলার সংখ্যা কত ছিল? [জ্ঞান]
ক ২২টি খ ২৪টি
গ ২৬টি ঘ ২৮টি **ক**

৮. স্থানীয় সরকার কীসের অংশ? [জ্ঞান]
ক জনগণের অংশ খ বিদেশি সংস্থার অংশ
গ জাতীয় সরকারের অংশ
ঘ বিদেশি রাষ্ট্রের অংশ **গ**

★ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব

৯. 'আইনসংগত উপায়ে গঠিত নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার' বলে উল্লেখ করা হয়েছে কোথায়? [জ্ঞান]
ক বাংলাদেশ সংবিধানে
খ ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিউটরি কমিশন রিপোর্টে
গ লোকাল গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারলিতে
ঘ সামাজিক বিজ্ঞান কোষে **ক**

১০. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কী? [জ্ঞান]
ক জনপ্রতিনিধিদের শাসন
খ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন
গ স্থানীয় সরকারের শাসন
ঘ সরকারি কর্মকর্তাদের শাসন **ক**

১১. বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন স্তর কোনটি? [কু বো ১৬, ১৫; চ বো ১৬]
ক গ্রাম পরিষদ খ ইউনিয়ন পরিষদ
গ উপজেলা পরিষদ ঘ জেলা পরিষদ **খ**

১২. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা কর্মচারী হলেন— [ব বো ১৫]
ক বেসরকারি খ সরকারি
গ স্বায়ত্তশাসিত ঘ আধা-সরকারি **গ**

১৩. স্থানীয় শাসন কাঠামোর সর্বশেষ স্তর কী? [ময়মনসিংহ পূর্ব বামারো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক জেলা প্রশাসন খ ইউনিয়ন
গ উপজেলা ঘ পৌরসভা **গ**

১৪. স্থানীয় সমস্যাগুলো কাদের দ্বারা সমাধান হওয়া উচিত? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা
খ র‍্যাবের মাধ্যমে
গ স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে
ঘ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে **গ**

১৫. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় কাদের ভূমিকা গৌণ? [জ্ঞান]
ক নির্বাচনি প্রতিনিধিদের
খ স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিদের
গ সরকারি কর্মকর্তাদের
ঘ প্রাদেশিক সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের **গ**

১৬. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে জনগণ কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়? [জ্ঞান]
ক বেসরকারি কার্যক্রম
খ সরকারি কার্যক্রম
গ ব্যক্তিগত কার্যক্রম
ঘ প্রভাবশালীদের কার্যক্রম **খ**

১৭. কোন সরকারকে গণতন্ত্রের মাতৃসদন বলা হয়? [জ্ঞান]
ক স্বৈরশাসন সরকার
খ এককেন্দ্রীক সরকার
গ স্থানীয় সায়ত্তশাসিত সরকার
ঘ রাজতান্ত্রিক সরকার **গ**

১৮. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়, কেননা- [ব বো ১৫]
i. জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়
ii. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়
iii. রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি

১৯. ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ বা কার্যকাল কত বছর? [জ্ঞান]
ক ৩ বছর খ ৪ বছর
গ ৫ বছর ঘ ৬ বছর **গ**

২০. ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সংখ্যা কত? [জ্ঞান]
ক ১০ জন খ ১২ জন
গ ১৩ জন ঘ ১৬ জন **গ**

Teachingbd.com

২১. ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত সংরক্ষিত মহিলা সদস্য সংখ্যা কতজন? [জ্ঞান]
ক ২ জন খ ৩ জন
গ ৫ জন ঘ ৭ জন **খ**

২২. ইউনিয়ন পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কোনটি? *[দি. বো. ১৫; ব. বো. ১৫]*
ক গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি করা
খ শহরের শ্রীবৃদ্ধি করা
গ গ্রামের শিক্ষার হার বাড়ানো
ঘ শহরের শিক্ষার হার বাড়ানো **ক**

২৩. ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল কত বছর? [জ্ঞান]
ক ৪ খ ৫
গ ৬ ঘ ৭ **খ**

২৪. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কীভাবে নির্বাচিত হন? [অনুধাবন]
ক জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে
খ গণভোটে
গ সদস্যদের দ্বারা ঘ জেলা প্রশাসকের দ্বারা **ক**

২৫. স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ জারি করা হয় কত সালে? [প্রয়োগ]
ক ১৯৮১ সালে খ ১৯৮২ সালে
গ ১৯৮৩ সালে ঘ ১৯৮৪ সালে **গ**

২৬. দিগন্ত মল্লিক ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন করার জন্যে প্রচারণা চালাচ্ছে। তার এই পদে বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচন হয়েছিল কত সালে? [প্রয়োগ]
ক ১৯৭৫ সালে খ ১৯৭৬ সালে
গ ১৯৭৭ সালে ঘ ১৯৮০ সালে **গ**

২৭. কত সালের পর থেকে ৩ জন ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন? [অনুধাবন]
ক ১৯৭৬ খ ১৯৮৩
গ ১৯৯১ ঘ ১৯৯৭ **ঘ**

২৮. ব্যয় নির্বাহের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ কর আরোপ করতে পারে — *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
i. ঘর বাড়ির মূল্য ও জমির আয়ের ওপর
ii. যানবাহনের ওপর
iii. হাটবাজার ও জনমহলের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

নিচের উদ্দীপক হতে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
রহিমা পারিবারিক কলহের কারণে বাবার বাড়ি চলে যায়। রহিমার স্বামী বিষয়টি মীমাংসা করতে না পেরে স্থানীয় চেয়ারম্যান সাহেবের দ্বারস্থ হয়। চেয়ারম্যান সাহেব উভয় পরিবারের সাথে কথা বলে বিষয়টি মীমাংসা করেন। *[ক. বো. ১৬; ব. বো. ১৫; দি. বো. ১৫]*

২৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির মীমাংসা করা চেয়ারম্যান সাহেবের কোন ধরনের কাজ?
ক উন্নয়নমূলক খ সেবামূলক
গ বিচার সালিশমূলক
ঘ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষামূলক **গ**

৩০. চেয়ারম্যান সাহেবের এরূপ উদ্যোগ-
ক সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করবে
খ নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে
গ নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে
ঘ নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করবে **ক**

★ পৌরসভার গঠন ও কার্যাবলি

৩১. পৌরসভার নির্বাচিত প্রধানের পদবি কী? [জ্ঞান]
ক চেয়ারম্যান খ কমিশনার
গ পৌর মেয়র ঘ কাউন্সিলর **গ**

৩২. পৌরসভার সূচনা হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৮৪০ সালে খ ১৮৪২ সালে
গ ১৮৫৭ সালে ঘ ১৮৭১ সালে **গ**

৩৩. বাংলাদেশে বর্তমানে পৌরসভার সংখ্যা প্রায় কত? [জ্ঞান]
ক ৩০০টি খ ৩০৯টি
গ ৩১২টি ঘ ৩১৯টি **ঘ**

৩৪. পৌরসভার জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত নিচের কোনটি? *[চ. বো. ১৫; ব. বো. ১৫]*
ক জাদুঘর স্থাপন খ মশক নিধন
গ বৃক্ষ রোপণ ঘ ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ **খ**

৩৫. পৌরসভা কোন মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত? *[পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাব; স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*
ক স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়
খ স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
গ পল্লি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ঘ পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় **খ**

৩৬. পৌরসভার প্রধান কাজ কোনটি? [অনুধাবন]
ক জনকল্যাণমূলক খ আইন প্রণয়ন
গ ন্যায়বিচার ঘ প্রশাসনিক **ক**

৩৭. পৌরসভার বিচার কমিটি কত সদস্য নিয়ে গঠিত? [জ্ঞান]
ক তিন জন খ চার জন
গ পাঁচ জন ঘ ছয় জন **গ**

৩৮. বাংলাদেশে শহর এলাকায় জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কী ধরনের কার্যাবলি পৌরসভার উদ্যোগে গৃহীত হয়? [অনুধাবন]
ক বন্যা প্রতিরোধ, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, ভেজাল খাদ্য ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি
খ মহামারী হতে জীবন রক্ষা, শ্মশান নির্মাণ, চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা ইত্যাদি
গ অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করা, চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা, সংক্রামক রোগের টিকা দান ইত্যাদি
ঘ ডাস্টবিন ও ড্রেন নির্মাণ, চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি **ঘ**

৩৯. কত সালের আইন অনুযায়ী কর্পোরেশনের মেয়র প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন? [অনুধাবন]
ক ১৯৮০ সালের খ ১৯৯৩ সালের
গ ১৯৯৮ সালের ঘ ২০০০ সালের **খ**

৪০. পৌরসভার মনোনীত মহিলা কাউন্সিলর নির্বাচিত কাউন্সিলরদের কত অংশ হবে? [জ্ঞান]
ক দশ ভাগের এক অংশ
খ দশ ভাগের দুই অংশ
গ দশ ভাগের তিন অংশ
ঘ দশ ভাগের চার অংশ **ক**

Teachingbd.com

৪১. আইনসংগত কারণ ব্যতীত পর পর পৌরসভার কয়টি কার্য-বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে মেয়র বা কাউন্সিলরকে পদচ্যুত করা যাবে? [জ্ঞান]
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি খ

৪২. পৌরসভার সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয়— [অনুধাবন]
i. আয়তনের ভিত্তিতে
ii. অবস্থানের ভিত্তিতে
iii. লোকসংখ্যার ভিত্তিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪৩ ও ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
করিম সাহেব রূপকানিয়া ইউনিয়নের জনগণের ভোটে নির্বাচিত। তিনি সকল শ্রেণি পেশার জনগণকে সম্পৃক্ত করে এলাকার আয়ের মাধ্যমে রাস্তাঘাট নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, বিচার সালিশ সম্পাদনসহ নানান উন্নয়নমূলক কাজ করেন। তার প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনায় জনকল্যাণ নিশ্চিত হয়েছে। [ঢা. বো. ১৫]

৪৩. উদ্দীপকে করিম সাহেব যে পদের অধিকারী—
ক মেয়র খ কাউন্সিলর
গ হেডম্যান ঘ সদস্য ঘ

৪৪. করিম সাহেবের এরকম ভূমিকার ফলে এলাকায় দায়িত্বশীল নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক হবে—
i. বিচারকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে
ii. রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করতে হবে
iii. স্থানীয় শাসনকার্যে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

★★ উপজেলা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি

৪৫. নিচের কোন সংস্থায় মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ রয়েছে? [ব. বো. ১৫]
ক উপজেলা পরিষদ খ ইউনিয়ন পরিষদ
গ পৌরসভা ঘ সিটি কর্পোরেশন ক

চেয়ারম্যান
↓
?
↓
সচিব
↓
অফিস সহকারী
↓
গ্রাম পুলিশ

৪৬. প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানের প্রতিনিধির সদস্য সংখ্যা কতজন? [ব. বো. ১৫]
ক ৯ খ ১২
গ ১৫ ঘ ১৮ খ

৪৭. উপজেলা পরিষদে জনগণের ভোটে কত জন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন? [জ্ঞান]
ক ১ জন খ ২ জন
গ ৩ জন ঘ ৪ জন খ

৪৮. উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কীভাবে নির্বাচিত হন? [অনুধাবন]
ক জনগণের ভোটে
খ জনগণের পরোক্ষ ভোটে
গ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে
ঘ সরকারের মনোনয়নের মাধ্যমে গ

৪৯. কত সালে থানাকে উপজেলা নামকরণ করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৮২ খ ১৯৮৩
গ ১৯৮৫ ঘ ১৯৮৬ খ

৫০. প্রশাসনিক দিক থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মর্যাদা কার সমতুল্য? [অনুধাবন]
ক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
খ জেলা প্রশাসক
গ সহকারী কাউন্সিলর
ঘ বিভাগীয় কাউন্সিলর ক

৫১. উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা নারী সদস্যগণকে ন্যূনতম কতটি সভায় উপস্থিত থাকতে হবে? [জ্ঞান]
ক ৮টি খ ৯টি
গ ১০টি ঘ ১১টি খ

★ সিটি কর্পোরেশনের গঠন ও কার্যাবলি

৫২. বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের শহরকেন্দ্রিক সংগঠন কোনটি?
ক সিটি কর্পোরেশন খ জেলা পরিষদ
গ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ঘ উপজেলা পরিষদ ক

৫৩. 'ক' একটি সংস্থার মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। আইন দ্বারা অযোগ্য নন এমন ব্যক্তিরা এ সংস্থার মেয়র ও কাউন্সিলর হতে পারবেন। এ সংস্থার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য? [দি. বো. ১৫; ম. বো. ১৫]
ক ইউনিয়ন পরিষদ খ পৌরসভা
গ থানা পরিষদ ঘ সিটি কর্পোরেশন ঘ

৫৪. বাংলাদেশে কতটি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে? [জ্ঞান] [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]
ক ১০টি খ ১১টি
গ ১২টি ঘ ১৪টি খ

৫৫. সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রধানের পদবি কী? [জ্ঞান]
ক চেয়ারম্যান খ কমিশনার
গ সিটি মেয়র ঘ কাউন্সিলর গ

teachingbd.com

৫৬. সিলেট একটি সিটি কর্পোরেশন। এ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মেয়র। সিটি কর্পোরেশন হিসেবে সিলেট কী ধরনের প্রতিষ্ঠান? [প্রয়োগ]
ক আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান
খ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান
গ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ঘ জাতীয় প্রতিষ্ঠান **খ**

৫৭. বিদ্যুৎ বোর্ড, ওয়াসা ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার সহায়তা লাভ করে থাকে নিচের কোনটি? [অনুধাবন]
ক সিটি কর্পোরেশন খ পৌরসভা
গ ইউনিয়ন পরিষদ ঘ জেলা পরিষদ **ক**

৫৮. মেয়র ও কাউন্সিলরগণ কয় বছরের জন্যে নির্বাচিত হন? [জ্ঞান]
ক ৩ বছর খ ৪ বছর
গ ৫ বছর ঘ ৬ বছর **গ**

৫৯. সিটি কর্পোরেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— [অনুধাবন]
i. জনস্বাস্থ্য রক্ষায়
ii. শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায়
iii. স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত কাজে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি

৬০. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়? [ঢা. বো. '১৫]
ক ১৯৯৬ খ ১৯৯৭
গ ১৯৯৮ ঘ ১৯৯৯ **খ**

৬১. পার্বত্য এলাকার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে কত সালে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৯৫ সালের ২ ডিসেম্বর
খ ১৯৯৬ সালের ২ ডিসেম্বর
গ ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর
ঘ ১৯৯৮ সালের ২ ডিসেম্বর **গ**

৬২. ১৯৫১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ ছিল অ-উপজাতীয়? [জ্ঞান]
ক ৮ ভাগ খ ৯ ভাগ
গ ১০ ভাগ ঘ ১১ ভাগ **খ**

৬৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের সদর দপ্তর কোথায় ছিল? [জ্ঞান]
ক রাঙামাটি খ বান্দরবান
গ চন্দ্রঘোনা ঘ খাগড়াছড়ি **গ**

৬৪. কত সালের আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাকে 'Excluded Area' হিসেবে ঘোষণা করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৩৫ সালের খ ১৯৪৭ সালের
গ ১৯১৯ সালের ঘ ১৯২৩ সালের **ক**

৬৫. ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদে কয়টি পৃথক স্থানীয় সরকার পরিষদ সংক্রান্ত আইন পাস হয়? [জ্ঞান]
ক ১টি খ ২টি
গ ৩টি ঘ ৪টি **গ**

★ বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (এনজিও) ভূমিকা

৬৬. এনজিও'র উপার্জিত আয় কোন কাজে ব্যয় হয়? [জ্ঞান]
ক ব্যক্তিগত কাজে
খ আত্মীয়-স্বজনের কাজে
গ জনকল্যাণমূলক কাজে
ঘ সরকারি কোষাগারে **গ**

৬৭. কোনটি বাংলাদেশি এনজিও? [জ্ঞান]
ক কেয়ার খ অক্সফাম
গ আশা ঘ হিউমেন রাইটস ওয়াচ **গ**

৬৮. সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন কতটি এনজিও রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৫২ হাজার খ ৫৪ হাজার
গ ৫৬ হাজার ঘ ৫৮ হাজার **গ**

৬৯. দেশীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মধ্যে কোনটি প্রথম স্থানে রয়েছে? [জ্ঞান]
ক গ্রামীণ ব্যাংক খ ব্র্যাক
গ কেয়ার ঘ আশা **ক**

৭০. মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করছে কতটি এনজিও? [জ্ঞান]
ক ৬৪টি খ ৬৫টি
গ ৬৬টি ঘ ৬৭টি **খ**

৭১. দুর্যোগের সময় ব্র্যাক কোনটির মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তোলে? [জ্ঞান]
ক আইআরএস খ সিআইআর
গ আইএসএস ঘ আইসি আরই এসএস **ঘ**

৭২. বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হলো— [অনুধাবন]
i. ডানিডা
ii. কেয়ার iii. সুইস এইড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

নিচের উদ্দীপক হতে ৭৩ ও ৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সেলিনা একটি সংস্থায় চাকরি করে। যা দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সংস্থাটি সরকারি নয়। [ঢা. বো. '১৫]

৭৩. উদ্দীপকের সেলিনা কোন ধরনের সংস্থায় চাকরি করে?
ক ইউনিয়ন পরিষদ খ পৌরসভা
গ উপজেলা পরিষদ ঘ এনজিও **ঘ**

৭৪. উক্ত সংস্থাটি ভূমিকা রাখে—
i. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়
ii. নারীর ক্ষমতায়নে
iii. আইন-শৃংখলা রক্ষায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

Teachingbd.com